Year 11 | Issue 07
01 - 07 MARCH 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০৭
১৭ ফাল্গুন ১৪৩০
১৯ শাবান ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

গাজায় নির্বিচারে মানুষ হত্যার প্রতিবাদ

মার্কিন সেনার আত্মাহুতি

‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ এবং ‘গণহত্যার সঙ্গে জড়িত হবেন না’ বলে গায়ে আগুন দেন ২৫ বছর বয়সি অ্যারন

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : গাজায় নির্বিচারে মানুষ হত্যার প্রতিবাদে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরাইলি দূতাবাসের সামনে নিজের গায়ে আগুন দেওয়া সেই মার্কিন বিমান সেনার মৃত্যু হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। এর আগে রোববার স্থানীয় সময় দুপুরে নিজের গায়ে আগুন দিয়েছিলেন এ মার্কিন সেনা।
বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মকর্তারা বলছেন– গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে নিজের গায়ে আগুন দিয়েছিলেন তিনি। মার্কিন গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এএফপি আরও

জানায়, লাইভ ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে এসে ওই ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন দেওয়ার আগে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ এবং ‘গণহত্যার সঙ্গে জড়িত হবেন না’ বলে জানান।
ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে বলেন, ঘটনাস্থলে আসার পর তারা দেখেন সিক্রেট সার্ভিসের অফিসাররা ইতোমধ্যে ওই বিমান সেনার শরীরের আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন। পরবর্তী সময়ে তাকে ‘গুরুতর আহত’ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
বিমানবাহিনীর একজন মুখপাত্র জানান, ওই ব্যক্তি বিমানবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য, তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।
এয়ার ফোর্সের এক মুখপাত্র এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন, -- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

টোরি নেতাদের মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্যে তোলপাড়

টাওয়ার হ্যামলেটস নিয়ে মন্তব্যের পর ক্ষমা চাইলেন পল স্ক্যালি এমপি

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ : ক্ষমতাসীন টোরি পার্টির বেশ কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের নেতার ‘মুসলিম বিদ্বেষী’ মন্তব্যে বৃটেনের মুসলিম কমিউনিটিতে তোলপাড় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস থেকে শুরু করে সাবেক হোম সেক্রেটারি সুয়েলা ব্রাভারম্যান ও প্রাক্তন -- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ডেডলাইন ১১ মার্চ

কেয়ার ভিসার অভিবাসীরা পরিবার আনতে পারবেন না

‘কেয়ারকর্মীদেরকে তাদের পরিবার-সদস্যদের সঙ্গে যোগদানে বাধা দেওয়া অমানবিক’

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে কেয়ার ভিসায় কাজ করতে আসা অভিবাসীদের পরিবার সদস্যদের আনার নিয়ম বাতিল করেছে হোম অফিস। ১১ মার্চ থেকে এই ভিসায় আসা -- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:

ria Money Transfer
ria Any Bank Payout | Southeast Bank Limited | PUBALI BANK LIMITED | AB Bank | Trust Bank | bKash
020 7486 4233 | Ria Money Transfer | riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বরাবরে পিটিশন ক্যাম্পেইন

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে দাবী

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৩ : ফিলিস্তিনের জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শনে বিরোধীতা বন্ধ এবং ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবীতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেমোক্রেটিক সার্ভিসে জমা দেওয়ার লক্ষ্যে একটি অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর গ্রহণ চলছে। ২০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এই পিটিশনে ইতোমধ্যে ৩ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টার অব টাওয়ার হ্যামলেটস-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরেন সংগঠনের স্পোকসপার্সন ইমাম ও উপস্থাপক আজমাল মাসরুর ও সাবেক কাউন্সিলার পুরু মিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টার অব টাওয়ার হ্যামলেটস দ্বারা পরিচালিত এই পিটিশনের লক্ষ্য হল ফিলিস্তিনের জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোর পক্ষে একটি সমন্বিত প্রচারণা চালানো ও টাওয়ার হ্যামলেটসে ফিলিস্তিনের বিষয়ে বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা।

গত বছরের নভেম্বরে টাওয়ার হ্যামলেটসে ৭ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় টাওয়ার হ্যামলেটস প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টার গঠন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সবাই ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের বর্বরতা বন্ধের দাবীতে স্থানীয় ও ব্যক্তিগতভাবে পদক্ষেপ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন।

আজমাল মাসরুর আরো বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের ইস্ট এন্ড এই সংগ্রামের অগ্রভাগে রয়েছে যা ক্যাবল স্ট্রিট থেকে ব্রিকলেন এবং তার বাইরেও আমাদের অনুভূতি, কাজকর্ম এমনকি জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেছে। ফিলিস্তিন হল আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় নৈতিক বিষয়। টাওয়ার হ্যামলেটসের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস করে যে, ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজস্ব একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষার ও বসবাসের অধিকার রয়েছে। এই পিটিশনে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে আমরা চাই যে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল স্থানীয়ভাবে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করুক এবং আমাদের রাস্তাগুলোতে যেন কোনো ধরনের বাধা ছাড়া ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোর নিশ্চয়তা থাকে।

উল্লেখ্য, ন্যূনতম ২ হাজার স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি পিটিশন জমা দিলে তা কাউন্সিল চেম্বারে বিতর্ক করার আইনী বৈধতা পায়। বিতর্কে পিটিশনের দাবীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টার অব টাওয়ার হ্যামলেটস ইতিমধ্যে ২ হাজারের বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে। তবে তাঁরা ১০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা কাউন্সিলের ডেমোক্রেটস সার্ভিসে জমা দিবে, যাতে পিটিশনটি গুরুত্ব পায়। তাঁরা আশা করছেন, খুবই শীঘ্রই তাঁরা ১০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পিটিশনটি কাউন্সিলে জমা দেবেন এবং কাউন্সিল বিতর্কের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিশেবে স্বীকৃতি দেবে।

ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমানের শ্বশুর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা নাঈম আলীর ইন্তেকাল

পূর্ব লন্ডনের ওয়ার্ক পার্মিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমানের শ্বশুর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা নাঈম আলী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৭ বছর। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে নাতি-নাতনিসহ বহু আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশের নর্থ বেঙ্গল অঞ্চলের বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকতা (ওসি) ছিলেন। তাছাড়া অবসরগ্রহণের আগে গোয়েন্দা শাখায় বিভিন্ন পদে চাকরি করেন।

মরহুমের একমাত্র মেয়ে ব্যারিস্টার নাহিদ সুলতানা পারভিন স্বামী ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান ও তিন সন্তান নিয়ে পুর্ব লন্ডনের রেডব্রিজে বসাবাস করেন। একমাত্র পুত্র আইটি কনসালটেন্ট আরিফ উদ্দিন স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার বাদ জোহর মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় রংপুর জুম্মা পাড়ায় এবং দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় একইদিন বাদ আসর সেনপাড়া জামে মসজিদে। জানাজা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

এদিকে শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ব্যরিস্টার লুৎফুর রহমান মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় সপরিবারে বাংলাদেশ গমণ করেছেন। তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

BRICK LANE JAMME MASJID

রামাদ্বানে ব্রিকলেন জামে মসজিদের নানা আয়োজন

আসন্ন রামাদ্বানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে দুইটি তারাবীহ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ হাফেজদের সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতে প্রথম জামাত হবে ৮টা ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয় জামাত হবে মধ্যরাত ১২টায়। এছাড়াও প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে ফ্রি ইফতার। সেই সাথে ১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভিতে অনুষ্ঠিত হবে লাইভ ফান্ড রেইজিং অ্যাপিল। মসজিদের এসব আয়োজনে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

দুই জামাতে তারাবীহ

প্রথম জামাত: ৮.১৫ মিনিট

দ্বিতীয় জামাত : রাত ১২টা

ফ্রি ইফতার

মাগরিবের নামাজে আগত মুসল্লিদের জন্য থাকছে ফ্রি ইফতারের আয়োজন। এতে সর্বস্তরের মুসল্লিকে ইফতারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।

ই'তেক্বাফ

প্রতি বছরের মতো এবারও ইতেক্বাফের সুব্যবস্থা থাকবে। ই'তেক্বাফে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরকে মসজিদের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করে তা পুরন করে জমা দিতে হবে।

লাইভ ফান্ডরেইজিং

১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপে চলবে ফান্ডরেইজিং। এতে আল্লাহর ঘরের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহবান।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

সংবাদ সম্মেলনে লেবার গ্রুপের অভিযোগ

কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়িয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন মেয়র

আয় ৪৯,৫০০ হাজার পাউণ্ডের কম হলে ট্যাক্স বাড়বে না- বললেন ফাইন্যান্স কেবিনেট মেম্বার

লণ্ডন, ১ মার্চ ২০২৪: টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেবার গ্রুপ বারার নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের সমালোচনা করে বলেছে, তিনি কাউন্সিল ট্যাক্স নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেন। তবে লেবার গ্রুপের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ফাইন্যান্স ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

প্রথমবারের মতো 'ফ্রি রোমিং সুবিধা নিয়ে এলো ইউকে টেল

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

রচডেলের এক ভুক্তভোগীকে নিয়ে বিবিসির প্রতিবেদন

'আমি ১০০ বারের বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছি'

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ: ১২ বছর বয়স থেকে ১০০ বারের বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পুলিশের কাছে থেকে কোনও সাহায্য পাননি বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের রচডেলের এক ভুক্তভোগী। সেখানকার সংঘবদ্ধ ধর্ষক দলের হাতে এমন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন রুবি (ছদ্মনাম)। তিনি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির নিউজ নাইটকে বলেছেন, পুলিশ তার গর্ভপাতের পর ডিএনএন টেস্টের জন্য ভ্রুণটি নিয়ে যায় তাকে না জানিয়েই।

সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ম্যাগি অলিভার বলেন, রুবির নিপীড়নের ঘটনার আরও অনেক বছর পরে এসেও শিশুদের যৌন নির্যাতন দেশজুড়ে ঘটেই চলেছে। গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ যথাসময়ে ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় 'গভীর দুঃখ' প্রকাশ করেছে। ২০০০ সালের পরবর্তী সময়টাতে দুর্বল পরিষেবা 'খুবই দুঃখজনক' উল্লেখ করে যতদিন পর্যন্ত শিশুদের ওপর যৌন

নিপীড়ন দেশ থেকে উচ্ছেদ করা না যাচ্ছে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাহিনীটি।

রুবির চাওয়া, এরপরে যদি কোনও ভুক্তভোগী অভিযোগ জানাতে আসেন, তার কথাটা যেন শোনে পুলিশ। পুলিশের জেরার পর কাউন্সিলিং ব্যবস্থা থাকা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গত জানুয়ারিতে ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

জনগণের সেবা এবং সন্ত্রাস দমন করুন : পুলিশের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতি দমনে পুলিশ বাহিনীকে জনগণের সেবা অব্যাহত রাখার এবং এ জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে বলব, আপনারা দেশের মানুষের সেবা করেন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করুন, এটা হচ্ছে পুলিশের মূল মন্ত্র। কাজেই পুলিশ বাহিনী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করবে- এটাই সবসময় আমাদের কাম্য।'

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে ছয় দিনব্যাপী 'পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪'-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আজকে দেশের মানুষ পুলিশের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে। কাজেই আপনারা আন্তরিকতার সাথে মানুষের সেবা করবেন, সেটিই আমরা চাই।

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রথম পুলিশ সপ্তাহে পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে জাতির পিতা প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী তাদের জনগণের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আরো একনিষ্ঠ হয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

জাতির পিতা বলেছিলেন, 'তোমরা স্বাধীন দেশের পুলিশ। তোমরা ইংরেজের পুলিশ নও। তোমরা পাকিস্তানি শোষকদের পুলিশ নও। তোমরা জনগণের পুলিশ। তোমাদের কর্তব্য জনগণকে সেবা করা। বাংলার মানুষ চায় তারা শান্তিতে ঘুমাক। তোমাদের কাছ থেকে আশা করে যে, চোর, বদমাশ, গুণ্ডা, দুর্নীতিবাজ তাদের ওপর অত্যাচার না করে। তোমাদের কর্তব্য অনেক বেশি।'

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার ভাষণের এই মর্মবাণী ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য গভীর দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কাজ করে যাবে, এই আমার প্রত্যাশা।

প্রধানমন্ত্রী খোলা জিপে চড়ে বাংলাদেশ পুলিশের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে পুলিশ বাহিনী বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী সাহসী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৫ পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-বীরত্ব) এবং ৬০ জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম-বীরত্ব) প্রদান করেন। এ ছাড়া ৯৫ জন পুলিশ সদস্য বিপিএম সেবা পদক এবং ২১০ জন পিপিএম সেবা পদক পেয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এবং পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন তাকে স্বাগত জানান। এ সময় মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় এবং সেই সময় যেমন পুলিশ জনগণের পাশে থাকে। আবার কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ও পুলিশ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। '৩৩৩' নম্বরে ফোন করলে রাতবিরাতে তারা মানুষের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েছে। এমনকি '৯৯৯' নম্বরে ফোন করলে পুলিশ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তাদেরকে সহযোগিতা করে। আমরা সবসময় চেয়েছি পুলিশ বাহিনীকে সেভাবেই গড়ে তুলতে।

জাতিসঙ্ঘে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি শান্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করতে গিয়েও যেসব পুলিশ সদস্য জীবন দিয়েছেন তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। 'তার সরকারের প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আজকে পুলিশ বাহিনী অনেক বেশি দক্ষ' উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, প্রতিনিয়ত আমরা যখন নতুন ধরনের সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ বা সাইবার ক্রাইমসহ বিভিন্ন কিছু দেখছি তার জন্য পুলিশকেও বহুমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে উপযুক্ত পুলিশ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। তিনি বলেন, তার সরকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), হাইওয়ে পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, এন্টি টেরোরিজম ইউনিট, স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, এমআরটি পুলিশ গঠন করা করেছে। পাশাপাশি, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর নিরাপত্তায় আর্মড পুলিশের দু'টি এবং র‌্যাবের একটি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে।

যাতে দ্রুত তদন্তের কাজ শেষ হয় এবং মানুষ ন্যায় বিচার পায় সে জন্য বাংলাদেশ পুলিশে ইতোমধ্যে ডিএনএ ল্যাব, আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব, অটোমেটেড ফিঙ্গার প্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (এএফআইএস) এবং আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি বিভাগীয় শহরে এসব ল্যাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, বলেন তিনি। ১০ তলা ভবন করে রাজারবাগে পুলিশ হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। পুলিশের জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যানবাহন সরবরাহ, পুলিশে একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাভিয়েশন ইউনিট গঠনের চলমান প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবে শিগগিরই দু'টি হেলিকপ্টার যুক্ত করা, বিভিন্ন অনলাইন-ভিত্তিক সেবা ও মোবাইল অ্যাপস্ প্রবর্তন, অনলাইন জিডি, ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য ই-সার্ভিস চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত কমিউনিটি ব্যাংকের মাধ্যমে পুলিশ ও সাধারণ জনগণ আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছেন এবং পুলিশে শতভাগ রেশন চালু করা এবং অবসরপ্রাপ্ত সব পুলিশ সদস্যের আজীবন রেশন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের এ সকল সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে পুলিশ বাহিনী আজ একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষ, গতিশীল ও জনবান্ধব বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছে।''

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই আমাদের পুলিশ বাহিনী আরো দক্ষ, পেশাদার, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের একটি স্মার্ট সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠবে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। আর সেই কারণেই আপনাদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত জরুরি এবং সে ব্যাপারেও আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, আজকে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে ১৫ বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আমরা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রায় পুলিশ সদস্যরা নিজ

রাজধানীতে ভুল চিকিৎসায় নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর উত্তরায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে পিত্তথলিতে অপারেশন করাতে গিয়ে শামিমা আক্তার মুন্নি (৩৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় উত্তরার ৭নম্বর সেক্টরে অবস্থিত হাই কেয়ার জেনারেল হাসপাতালের ডা. নাজিবুল ইসলাম পিত্তথলির অপারেশন করান। পরদিন একই সময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর খবর জানান। ভুল চিকিৎসা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে শামিমার মৃত্যু হয়েছে বলে নিহতের স্বজনরা অভিযোগ করেন। স্বজনরা জানান, বমি ও পেটের ব্যথা নিয়ে তারা গাজীপুর থেকে ওই হাসপাতালে শামিমাকে ভর্তি করালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার জানান শামিমার পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে, অপারেশন করাতে হবে। পরে তাকে অপারেশন করান ওই ডাক্তার।

শামিমার ভাই শফিকুল বলেন, আমরা নিউরোলজিস্ট ডা. মনিরুজ্জামান মিয়ার পরামর্শে এই হাসপাতালে এসেছিলাম। তিনি আমাদের বলেছিলেন এই হাসপাতালে ডা. মহিদুজ্জামান টনি বসেন। সবাই মিলে তারা অপারেশন করবেন। কিন্তু অপারেশন করেছেন ডা. মহিদুজ্জামান টনির মেয়ের জামাই। তিনি অভিযোগ করে বলেন, মাত্র আধা ঘণ্টার একটা অপারেশন তারা ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কী করেছে না করেছে কিছুই জানি না। অপারেশনের মাঝেই আমাদেরকে বলেছে ব্লাড লাগবে। আমরা ডোনার এনে ব্লাড সংগ্রহ করেছি। অপারেশনের পরপরই সব ডাক্তার চলে যান। পরে ডিউটি (কর্তব্যরত) ডাক্তার এসে বলেন

যে, রোগীর অবস্থা খারাপ রোগীকে আইসিইউতে নিতে হবে।

শফিকুল আরও অভিযোগ করে বলেন, সোমবার থেকেই আমরা বুঝছিলাম কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তাররা বলছিল- ডোনারের ব্লাডে নাকি সমস্যা ছিল, আবার কেউ বলছে অ্যানেস্থেসিয়া বেশি হওয়ায় জ্ঞান ফিরতে দেরি হচ্ছে। সবশেষ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় আমাদের রোগী নাকি ডেথ! আমার বোনের এই মৃত্যুর পেছনে ডাক্তারের 'ভুল চিকিৎসা' ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 'গাফিলতি' রয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

অতিরিক্ত মদ্যপানে তরুণীর মৃত্যু!

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর হাজারীবাগে বন্ধুর বাসায় রোকসানা আক্তার রুহি (১৯) নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সাবেক ও বর্তমান প্রেমিকসহ তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। সংশ্লিষ্টদের ধারণা-অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে মৃত্যু হয়েছে রুহির।

সোমবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রুহির বর্তমান প্রেমিক রিফাত বলেন, আমার সঙ্গে চার মাস ধরে রুহির প্রেমের সম্পর্ক চলছে। এর আগে শাওন নামে একজনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। রোববার ফোন দিয়ে দেখা করতে বলে রুহি। সারাদিন ঘোরাঘুরি শেষে রাত ১১টার দিকে আমার বন্ধু আরমানের হাজারীবাগের কালিনগর এলাকার ৩৩ নম্বর বাসায় যাই আমরা দুজন। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়ে রুহি। সোমবার সকালে অচেতন হয়ে পড়লে তাকে আমি ও আমার বন্ধু আরমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। পরে তার সাবেক প্রেমিক শাওনও আসে হাসপাতালে।

এরই মধ্যে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রুহিকে মৃত ঘোষণা করেন। রুহি বিউটি পার্লার ও বিভিন্ন সময় বার-ক্লাবে কাজ করতেন বলেও জানান এই প্রেমিক। রুহি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানার রবিউল ইসলামের মেয়ে। বর্তমানে তিনি ধানমণ্ডি ১৫ নম্বর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

রিফাতের বন্ধু আরমান বলেন, রোববার রাত এগারোটার দিকে আমার বাসায় মাতাল অবস্থায় রুহিকে নিয়ে আসে রিফাত। পরে সোমবার সকালে অচেতন অবস্থায় আমিসহ রিফাত ও রুহির সাবেক প্রেমিক শাওন মিলে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রুহির গ্রামের বাড়ির স্বজনরা তার ঢাকার জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে জানিয়েছেন।

মধুপুরে থাকা তার নানি হামিদা ও খালা জ্যোৎস্না বলেন, রুহির অনেক আগেই বিবাহ হয়েছে। তার স্বামী শাহীন দেশের বাইরে থাকেন। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা তেমন ভালো ছিল না। আর রুহি ঢাকায় তার ননদ সামিয়ার সঙ্গে থাকতেন। হামিদা বলেন, আমার নাতনি কীভাবে মারা গেল সেটাও জানি না। ওতো ঢাকায় চাকরি করতো। ওরে কে এভাবে মেরে ফেললো। তিনি বলেন, রুহি মাঝেমধ্যে বাড়িতে ঘুরতে আসতো। সোমবার হঠাৎ একজন নিজেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে ফোন দিয়ে বলেন, আপনি রুহির কী হন? রুহির বাবার নাম কী? রুহি ঢাকায় মারা গেছে। আপনারা এসে যোগাযোগ করেন। এরপরই রুহির বাবা রবিউল, তার চাচা, খালু সকলে মিলে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন। মোবাইলে কথা বলতে বলতেই অঝোরে কান্না করতে থাকেন জ্যোৎস্না ও হামিদা

মন্ত্রিসভার আকার বাড়তে পারে শিগগিরই

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের সঙ্গে আরও সাত-আটজন নতুন মুখ যুক্ত হতে পারেন। এ যাত্রায় পূর্ণ মন্ত্রীর চেয়ে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীই বেশি হতে পারেন। এর মধ্যে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে তিন-চারজন মন্ত্রিসভায় আসতে পারেন, এমন আলোচনা রয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও সরকারের সূত্রগুলো থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। কবে নাগাদ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হবে, এর সুনির্দিষ্ট তারিখ কেউ বলতে পারছেন না। তবে নাম প্রকাশে একজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব শিগগির মন্ত্রিসভার এই সম্প্রসারণ হতে পারে। এই বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে জানা গেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত ১১ জানুয়ারি নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। এর পর থেকেই আলোচনা আছে যে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা পুনরায় সম্প্রসারিত হবে।

৪৮ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য মনোনয়ন দিয়েছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি দিয়েছে দুজনকে। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ৫০ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। গত মঙ্গলবার পরিপত্রও জারি করা হয়েছে। এখন শপথ নিলেই তাঁরা সংসদে যোগ দিতে পারবেন।

বর্তমান মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী বাদে পূর্ণ মন্ত্রী রয়েছেন ২৫ জন এবং প্রতিমন্ত্রী ১১ জন। ৩৭ সদস্যের এই মন্ত্রিসভায় কোনো উপমন্ত্রী নেই। এর আগের মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রী এবারের মতোই ২৫-২৬ জনে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ২০ জনের মতো। এ ছাড়া তিনজন উপমন্ত্রী ছিলেন। সব মিলিয়ে আগের মন্ত্রিসভা ছিল ৪৯ সদস্যের।

সরকার ও আওয়ামী লীগের সূত্রগুলো বলছে, বিগত মন্ত্রিসভার সমান বা এর কাছাকাছি সংখ্যায় নিয়ে যাওয়া হবে বর্তমান মন্ত্রিসভার

সদস্যসংখ্যা। কারণ, এখনো দুটি মন্ত্রণালয়ে কোনো মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে দুজন নারী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা আলোচনায় আছে।

আগের মন্ত্রিসভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মন্নুজান সুফিয়ান। তিনি এবার সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাননি। তাঁকে সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকারে সংরক্ষিত নারী সদস্য হিসেবে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। গত সংসদে বাদ পড়েন। এবার আবার সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে—এমন আলোচনা চলছে।

বর্তমান মন্ত্রিসভা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বড় বড় বেশ কিছু মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন। অথচ এসব মন্ত্রণালয়ে অতীতে একাধিক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রী দেখা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত একজন সদস্যকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী করা হতে পারে। ওই নারী সদস্য এবার দ্বিতীয় দফায় সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পরপর দুবার সংরক্ষিত নারী সদস্য হওয়ার নজির কম। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়েও একজন প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হতে পারে।

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পূর্ণ মন্ত্রী ছাড়াও প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী দেওয়া হয়েছে। এবার এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে এককভাবে দায়িত্ব পালন করছেন তাজুল ইসলাম। এই মন্ত্রণালয়ে একজন প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র বলছে, উত্তরবঙ্গ থেকে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কম হয়েছে। স্থানীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদটি উত্তরবঙ্গের কেউ পেতে পারেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একজন প্রতিমন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ক্ষেত্রে যশোর এবং কিশোরগঞ্জের দুজন সংসদ সদস্যের বিষয়ে আলোচনা আছে। দুজনেরই পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও একজন প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর পাশাপাশি একজন পূর্ণ মন্ত্রী দেওয়া হয়েছে বরাবরই। এবার এখন পর্যন্ত প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক একাই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এই মন্ত্রণালয়ে পূর্ণ মন্ত্রী কিংবা বিভাগ ভাগ করে আরেকজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের বিষয়টি আলোচনায় আছে। চট্টগ্রামের একজন সংসদ সদস্যের কথা শোনা যায়।

পুরোনোদের চেষ্টা আছে

২০০৯ ও ২০১৪ সালের মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। এরপর আর তারা সরকারে আসতে পারেনি। এবারও কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন। তবে আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, বর্তমান সরকার পুরোপুরি আওয়ামী লীগের। এতে জোট বা শরিকদের জায়গা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আওয়ামী লীগের সূত্র জানিয়েছে, দলের সভাপতিমণ্ডলী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর তিন-চারজন নেতা এবার মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি। তবে তাঁরা এখনো আশা ছাড়েননি। এসব নেতা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিভাগ-জেলাও বিবেচনায়

বর্তমান মন্ত্রিসভায় ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাধান্য দেখা গেছে। রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগে মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব কম। বিশেষ করে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে আগের মন্ত্রিসভার চেয়ে এবার কম প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এই বিবেচনায় এবার কম পাওয়া বিভাগ ও দীর্ঘদিন মন্ত্রী না থাকা জেলাগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে বলে আলোচনা আছে।

রংপুর বিভাগের টিপু মুনশী, নূরুল ইসলাম সুজন ও নুরুজ্জামান আহমেদ—এই তিনজন বিগত মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী ছিলেন খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও জাকির হোসেন। এবার এই বিভাগ থেকে আবুল হাসান মাহমুদ আলী পূর্ণ মন্ত্রী ও খালিদ মাহমুদ চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী আছেন। রাজশাহী বিভাগে আগের মন্ত্রিসভায় একজন পূর্ণ মন্ত্রী ও দুজন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এবার আছেন একজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী।

আওয়ামী লীগ সূত্র বলছে, রাজশাহী বিভাগের আরও একজন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হতে পারেন। রংপুর বিভাগও একজন প্রতিমন্ত্রী পেতে পারে। খুলনা বিভাগে গত মেয়াদে তিনজন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এবার দুজন পূর্ণ মন্ত্রী পেয়েছে। আরেকজন প্রতিমন্ত্রী যোগ হতে পারে। বরিশাল বিভাগে একজন পূর্ণ এবং একজন প্রতিমন্ত্রীর বদলে এবার দুজন প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন।

মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের বিষয়ে সম্প্রতি সাংবাদিকদের কাছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়—এগুলোয় কোনো না কোনো সময় মন্ত্রী আসবেন। তিনি এ-ও বলেছিলেন, সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনের পর নির্বাচিত নারীদের মধ্য থেকে মন্ত্রী হতে পারেন।

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

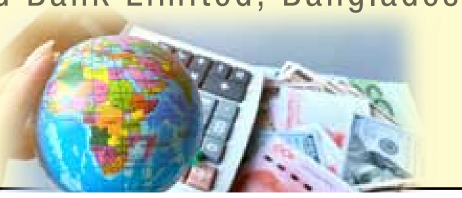

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

বাজার সিন্ডিকেট নিয়ে সংসদে মেনন

নিজের মানুষের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : কারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের তা জানা উল্লেখ করে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, অন্য দলকে এ ব্যাপারে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা। বাজার সিন্ডিকেট না ভাঙার কোনো কারণ নেই। নিজের (ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ) মানুষের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে রাশেদ খান মেনন এসব কথা বলেন।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে মেনন বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ঠিকই বলেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে মুষ্টিমেয় লোক ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছেন। ঋণখেলাপি বর্তমানে 'বিজনেস মডেলে' রূপান্তরিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থ পাচার। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দুর্বৃত্তায়িত এই অর্থনীতি বিস্তৃত হয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্র ধনিকগোষ্ঠী, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের বৃত্তে বন্দী অর্থনীতি-রাজনীতি। একে এক কথায় অলিগার্কি (গোষ্ঠীতন্ত্র) হিসেবে চি□ত করা যায়। এই অলিগার্কিই দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজনীতি-নির্বাচন এসবই ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি মেনন বলেন, এ কথা সত্য যে নির্বাচন সম্পর্কে জনমানুষের অনাস্থাবোধ দূর করা যায়নি। কালোটাকার প্রভাব, বিশেষ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অসহায়ত্ব, শহরাঞ্চলগুলোতে ভোটারদের নগণ্য উপস্থিতি নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু তা কোনোক্রমেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ছিল, উল্লেখ করে মেনন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের নামে ভিসা নীতি, শ্রমিক অধিকার নীতি প্রয়োগের হুমকি দিয়ে আসছিল। বিএনপি-জামায়াত সরকার পতনের আন্দোলনের নামে সব ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি

করার প্রয়াস নিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও জনগণের প্রতিরোধ সব ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আগুন সন্ত্রাস, ট্রেনে মানুষ পুড়িয়ে মারা, রেললাইন উপড়ে ফেলা–নানা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন হয়েছে। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র এবং অসাংবিধানিক ধারার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন একটি রাজনৈতিক বিজয়।

৬২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে রাশেদ খান মেনন বলেন, এবারের সংসদ কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। এবারই প্রথম এত অধিকসংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্য সংসদে এসেছেন। ফলে সংসদে কিছু নতুন রীতির সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেটা এমন না হয় যাতে সংসদীয় রীতির সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

মেনন বলেন, নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দলের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপজেলা নির্বাচনকেও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়ায় নতুন কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা জন্ম নেবে কি না, সেটা দেখার বিষয়।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামানতের টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন মেনন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলছেন। এ ব্যবস্থায় ধনীরা থাকবেন। মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষ নয়। সেই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যানের জন্য জামানত ১ লাখ টাকা এবং ভাইস চেয়ারম্যানের জন্য ৭৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা করতে চাইলে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। না হলে উপজেলা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ হবে না।

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে রাশেদ খান মেনন বলেন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র 'লন্ডন ষড়যন্ত্র' বাস্তবায়ন করতে পেরেছে।

জোড়া অস্ত্রসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান গ্রুপের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর বাড্ডা থেকে জোড়া অস্ত্র ও গুলিসহ আন্ডারওয়ার্লডের শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান গ্রুপের আমজাদ হোসেন সোহেল ওরফে চাক্কু সোহেলসহ তিন চাক্কু সোহেল জানায়, মোহাম্মদ রহিমের কাছে একটি বিদেশি রিভলবার রয়েছে। সে আরও জানায়, মোহাম্মদ রহিম আন্ডারওয়ার্লডের শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান গ্রুপের সেকেন্ড ইন

সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার রাজন কুমার সাহা।

তিনি বলেন, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি দস্যুতার চেষ্টাকালে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় দস্যুতার চেষ্টা ও অস্ত্র আইনে দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে দুই দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে কমান্ড আবুল বাশার বাদশার একনিষ্ঠ সহযোগী এবং বাদশার অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

চাক্কু সোহেলের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাইফুল ইসলাম ভুঁইয়ার সঙ্গীয় এসআই শাহ আলম খলিফাসহ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মধ্যে বাড্ডা এলাকার রহিমের বাসা থেকে গতকাল সোমবার আরও একটি বিদেশি রিভলবার ও চার রাউন্ড

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
FreeAgent ClearBooks
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
■ পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
■ ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
■ লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
■ সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
■ রাইট টু বাই সুবিধা
Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

ভিকারুননিসা কলেজে যৌন হেনস্তাকারী সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের আজিমপুর দিবা শাখার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকারকে যৌন হয়রানির মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে তাকে কলাবাগানের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত। এ ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, এক তরুণীর করা নারী নির্যাতনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে গত সোমবারই মামলা করেন এক অভিভাবক। মামলার আবেদনে বলা হয়, আমার মেয়ে বর্তমানে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের আজিমপুর দিবা শাখায় ৮ম অধ্যয়নরত। ২০২২ সালে আমার মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন সময়ে মুরাদ হাসান সরকার শ্রেণিতে গণিতের ক্লাস নেয়ার সময় তার ব্যক্তিগত বসার ডেস্ক ছেড়ে চেয়ার টেনে নিয়ে আমার মেয়ের বসার বেঞ্চের সামনে নিকটে বসতো। আমার মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিল এবং গণিতে মেধাবী ছিল। যেকোনো গণিত প্রতিযোগিতায় মেয়ের দিকে বিবাদী বেশি মনোযোগ দিতো এবং আমার মেয়ের ব্যক্তিগত বইয়ের পেছন দিকে মেয়ের নাম লিখতো। প্রায় সময় বিবাদী আমার মেয়ের মেধার বিষয়ে প্রশংসাসুলভ কথাবার্তা বলে মেয়েকে বিবাদীর ব্যক্তিগত কোচিং সেন্টারে পড়ার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করতো।

সেই প্রেক্ষিতে আমার মেয়ে গত বছর ৭ম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিবাদীর ব্যক্তিগত কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়। কোচিং চলাকালীন প্রায় সময় আমার মেয়েসহ তার সহপাঠীদের সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্কদের কৌতুক শুনাতো। আমার মেয়ে স্কুলে নাচ করতো এবং সেই নাচের ভিডিও বিবাদী ঘুমানোর আগে দেখতো বলে আমার মেয়েকে প্রায়ই বলতো। গত বছরের ১০ই মার্চ বেলা আনুমানিক সাড়ে ১২টার সময় কোচিং শেষে আমার মেয়ের সহপাঠীরা চলে যাওয়ার সময় বিবাদী আমার মেয়েকে কৌশলে ডেকে বসিয়ে রেখে বিবাদীর উল্লিখিত কোচিং সেন্টারে দুপুরের খাবারের পর রান্নাঘর

থেকে পানি আনার কথা বলে এবং হঠাৎ করে পেছন থেকে বিবাদী আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। এতে আমার মেয়ে অস্বস্তি বোধ করলে বিবাদী মেয়েকে বলে, আমি তোমাকে বাবার মতো জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেছি। এটা কাউকে বলবে না।

মামলার আবেদনে আরও বলা হয়, পরবর্তীতে বিবাদী প্রায় সময়ই কোচিং শেষে কৌশলে রেখে আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতো এবং শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিতো। এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকে। যৌন হয়রানির মামলা ও পুলিশ গ্রেপ্তারের আগে সোমবারই ভিকারুননিসা স্কুলের গভর্নিং বডির জরুরি সভায় শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী বলেন, গত সোমবার রাতে বৈঠক করে তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গতকাল তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। এ ছাড়া উচ্চতর আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের বিচার চেয়ে গত ৭ই ফেব্রুয়ারি মুরাদ হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন একজন অভিভাবক। ওই অভিযোগের পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অভিযোগ করা হলেও অগ্রগতি ছিল না প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। এরপর বিষয়টি আলোচনায় এলে নড়েচড়ে বসে প্রতিষ্ঠানটি। তদন্ত কমিটি যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের সত্যতা পায়। তবে তদন্ত কমিটি ওই শিক্ষককে বরখাস্ত করার সুপারিশ না করে তাকে মূল শাখায় অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠান প্রধান তার কার্যালয়ে মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকারকে সংযুক্ত করেন। এরপর দিন শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির মূল ফটকের সামনে বিচার চেয়ে আন্দোলন করেন। শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে হওয়া ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা দেন। এতে যোগ দিয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও তাদের সঙ্গে হওয়া যৌন হয়রানির কথা তুলে ধরেন। সুষ্ঠু বিচার চেয়ে গত সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে অভিভাবকরা। শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের দাবির প্রেক্ষিতে মুরাদ হোসেন সরকারকে এদিন রাতেই সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। পরে সোমবার রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করে কলাবাগান থানা পুলিশ। গতকাল আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের রিমান্ডে নেয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

বিদেশীদের কেউ প্রভুত্ব করতে চাইলে মানব না : ওবায়দুল কাদের

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিদেশীদের সাথে বন্ধুত্ব চায় আওয়ামী লীগ সরকার। তবে কেউ প্রভুত্ব করতে আসতে চাইলে সরকার মানবে না।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা বিদেশী বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব চাই। আর বন্ধুর পরিবর্তে যারা প্রভুর ভূমিকায় আসতে চায় সেই প্রভুর দাসত্ব আমরা মানি না। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ সফরেও তারা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তারা শেষ কথা যা বলেছে তাতে বিএনপির আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু নেই। সরকার পতন, ব্যর্থতা, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-এসব বিষয়ে তারা কিছু পায়নি। সে জন্য তারা চুপ করে থাকার কৌশল নিয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতাদের মিথ্যাচারের ভাঙা রেকর্ড শুনতে শুনতে কান ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এখন তাদের গলার জোর একটু কমে গেছে। মুখে বিষটা আরো উগ্র হয়ে গেছে। তাদের আন্দোলনে ব্যর্থতা, নির্বাচনে না আসার ব্যর্থতা-এখন এই ব্যর্থতাই তাদের বেসামাল ও বেপরোয়া করেছে। তাদের এই নেতিবাচক মানসিকতা সরকারের ওপরে চাপাচ্ছে। যা বাস্তবে আমরা দেখি না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ষড়যন্ত্রের গন্ধের সব ব্যাপারে বলতে চাই না। এখন বিএনপির কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ তারা বলেছিল নির্বাচন হবে না। নির্বাচন হলে পাঁচ দিনও টিকবে

না। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চায়, সেই চাওয়াটা পাওয়া হয়নি। তারা শুনতে চেয়েছিল সরকারের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আসবে। ভিসানীতি আরোপ হবে- এমন স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে গেছে। কিন্তু তারা তাদের কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নেয়ার জন্য তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

স্থানীয় নির্বাচনে ভিন্ন কৌশল আওয়ামী লীগের

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে এবার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। দলটির পক্ষ থেকে এবার আগেভাগেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে স্থানীয় নির্বাচনে কাউকে দলীয় প্রতীক দেয়া হবে না। মূলত দুটি কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি।

প্রথম কারণ হলো- সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা এড়ানো ও দ্বিতীয় কারণ স্থানীয় নির্বাচনকে উৎসবমুখর ও অংশগ্রহণমূলক করা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকের পাশাপাশি প্রার্থী উন্মুক্ত করে দেয়ায় সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগ মিশ্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবার ভিন্ন কৌশল নেয়া হয়েছে। দলটির বেশ কয়েকজন নীতিনির্ধারক বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পরে দেখেছি অনেক জায়গায় দলীয় কোন্দল চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। সেসব কোন্দল মেটাতে গিয়ে সাংগঠনিক সম্পাদকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। কোনো কোনো জায়গার কোন্দল তো দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ পর্যন্ত গেছে। তাই এবার স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে দলীয় প্রতীক নৌকা না থাকলেও দলের সমর্থিত প্রার্থী থাকবে। অর্থাৎ এলাকায় যারা জনপ্রিয় ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে তাদের সাংগঠনিকভাবে সমর্থন দেবে আওয়ামী লীগ।

আবার যেসব এলাকায় একাধিক জনপ্রিয় নেতা থাকবেন সেখানে উন্মুক্ত রাখা হবে। যুক্তি তুলে ধরে দলের নেতারা জানান, সাংগঠনিকভাবে যদি কাউকে সমর্থন দেয়া হয় তাহলে সেখানে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। এখন জাতীয় নির্বাচনের পর প্রত্যেক এলাকায় স্থানীয় এমপি নির্বাচিত

হয়েছেন। তাদের বলয়ও যেনো কম থাকে বা বিরূপ প্রভাব না থাকে সে বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। তারা জানান, দলীয় প্রতীক না থাকলেও সাংগঠনিক সমর্থন থাকায় নির্বাচন আরও বেশি উৎসবমুখর হবে বলে দলীয়ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিরোধ কমার সম্ভাবনাও রয়েছে। এসব নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের সঙ্গে কোনো সমঝোতাও করবে না ক্ষমতাসীনরা। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে জাতীয় নির্বাচনের মতোই জোট শরিকদের সবাইকে প্রার্থী দিতে উৎসাহ দেবে। জোট শরিকরাও নির্বাচনগুলোতে নিজেদের মতো আলাদাভাবে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, অতীত নির্বাচন থেকে আমরা দেখেছি প্রতীক ও স্বতন্ত্রের লড়াই। এতে দল সাংগঠনিকভাবে অনেকটা দুর্বল হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই এবার স্থানীয় নির্বাচনে প্রতীক না দেয়া হলেও সাংগঠনিকভাবে প্রার্থীদের সমর্থন দেবে আওয়ামী লীগ। তবে অন্যদের বিষয়েও আমরা ছাড় দিচ্ছি। যদিও কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তারা নিতে পারবেন। তবে যাদের দলীয় ভাবমূর্তি ভালো, স্বচ্ছ ও জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ কেবল তাদেরকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দলের সাংগঠনিক সম্পাদকরা কাজ করছেন। একই প্রসঙ্গে দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক গণমাধ্যমকে বলেন, উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক দেখানোর কৌশলগত পদক্ষেপ নিইনি, নির্বাচনকে সর্বজনীন করার জন্যই দলীয় প্রতীক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফলে উপজেলা পর্যায়ে সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে নির্বাচনে প্রতীক না দিলে কারও কিছু বলারও থাকবে না।

এর আগে ২২শে জানুয়ারি রাতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, উপজেলা নির্বাচনে আমরা দলের প্রতীকের প্রার্থিতা দেবো কি না... এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সদস্যই সর্বসম্মত যে, এবারের উপজেলা নির্বাচনে আমাদের দলীয় প্রতীক নৌকা ব্যবহার করা হবে না। নৌকা না দেয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এখন অভিমত পেশ করেছে। আমাদের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার অভিমতের সঙ্গে তিনি ভিন্নমত প্রকাশ করেন না। স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। আপাতত এটা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত। ওয়ার্কিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নেয়, মনোনয়ন বোর্ড সেই সিদ্ধান্ত বহাল করে। এটা মনোনয়ন বোর্ডের আনুষ্ঠানিকতা। সেই আনুষ্ঠানিকতার আগে বিষয়টি নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ওপরে প্রভাব যাতে না পড়ে সেজন্যই নৌকা প্রতীক উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বরং নৌকা প্রতীক থাকলে তৃণমূল পর্যায়ে আরও প্রভাব বেশি পড়ে। এখানে সুবিধা হলো- নৌকার বিপক্ষে কেউ কাজ করবে না। নৌকা নিয়ে কোনো বিভক্তি দেখা দেবে না। সবকিছু বিবেচনা করেই এই কৌশল নিয়েছে আওয়ামী লীগ।

তারা আরও জানান, তৃণমূলে যাতে এসব দ্বন্দ্ব ও সংঘাত না বাড়ে তার জন্য ইতিমধ্যে দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ৮ বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক টিম এসব নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আর গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি না এসে ভুল করেছে। হয়তো তারা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করবে। এতে সব দলের অংশগ্রহণে একটি ভালো নির্বাচন হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ৪টি দফায় হবে। প্রথম দফায় ভোট হবে ৪ঠা মে। দ্বিতীয় ১১, তৃতীয় ১৮ ও চতুর্থ দফায় ভোট হবে ২৪শে মে।

দলীয় নেতারা জানান, উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতীক নৌকা উঠিয়ে দেয়ায় প্রার্থীর সংখ্যা বাড়বে। আবার যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচনে জিতেও আসবেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের পদে থাকা একাধিক নেতা এ নির্বাচনে অংশ নেয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন। তাদের শঙ্কা স্থানীয় নির্বাচনে হতে পারে প্রাণহানিও। ২০১৫ সালে স্থানীয় সরকার আইন সংশোধন করে দলগতভাবে প্রতীক দিয়ে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। সে সময় এর বিরোধিতা করে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল। এমনকি আওয়ামী লীগের তৃণমূলও এর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে গত ৮ বছর দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয় আওয়ামী

বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ রিজার্ভে

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ডলার সংকটের মধ্যে চাপ বাড়াচ্ছে বিদেশি ঋণ ও সুদ পরিশোধ। এক বছরের ব্যবধানে শুধু সুদ পরিশোধই বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। শুধু জানুয়ারি মাসেই বৈদেশিক ঋণের ৮০ শতাংশের বেশি পরিশোধে খরচ হয়েছে। ফলে, প্রভাব পড়ছে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভে। ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধির এই ধারা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। পর্যাপ্ত ঋণের অভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা তৈরি করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

বৃহস্পতিবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদেশি ঋণের অর্থছাড় যেমন কমেছে, উলটোদিকে বাংলাদেশে বিদেশি ঋণ ও সুদের চাপ অনেক বেড়েছে। ইআরডি'র হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় হয়েছে ৪৩৯ কোটি ৮৪ লাখ ডলার। এর মধ্যে পরিশোধ করতে হয়েছে ১৮৫ কোটি ৬৭ প্রায় ডলার। আর গত জানুয়ারি মাসে বৈদেশিক ঋণ ছাড় হয়েছে ৩৩ কোটি ৪৬ লাখ ডলার, আর পরিশোধ করতে হয়েছে ২৮ কোটি ৮৯ লাখ ডলার।

ঋণ ও সুদ পরিশোধের তথ্যে দেখা যায়, জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশকে সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হয়েছে ১৮৫ কোটি ডলার।

বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ২০ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা। অথচ গত বছরের একই সময়ে পরিশোধ করতে হয়েছিল ১২৮ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। পরিশোধ করা মোট ঋণের মধ্যে সুদই রয়েছে ৭৬ কোটি ডলার,

দেশি মুদ্রায় তা ৮ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল, ৩৬ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, দেশি মুদ্রায় তা ৩ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে শুধু সুদ পরিশোধের চাপই বেড়েছে প্রায় আড়াইগুণ।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য যে টাকা বরাদ্দ দেয়া ছিল, ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় এ খাতে সরকারের এখন ৪ হাজার ২০ কোটি টাকা বেশি খরচ হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক ঋণ খাতে বরাদ্দ বাড়ছে ১ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা, শতাংশের হিসাবে ৬.৪৬। বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ খাতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ছে ২ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা বা ১৯.৫৮ শতাংশ।

এদিকে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় কমলেও ঋণের প্রতিশ্রুতিও অনেক বেড়েছে। জানুয়ারি শেষে বিদেশি ঋণদাতা সংস্থাগুলো ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৭১৭ কোটি ডলার। আগের বছরের একই সময়ে প্রতিশ্রুতি ছিল ১৭৬ কোটি ৫৭ লাখ ডলারের।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, অর্থবছরের প্রথম দিকে সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যয় কম হয়। বেশ কিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা বরাদ্দের ১০ শতাংশের কম অর্থ ব্যয় করেছে। বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা বরাদ্দের কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। তবে অর্থবছরের শেষদিকে অর্থ ব্যয় বাড়বে।

ওদিকে বিদেশি ঋণ ও সুদ পরিশোধ অনেক বাড়ায় দেশের অর্থনীতি চাপে আছে বলে জানিয়েছে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। তিনি বলেছেন, বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ তো কিছুটা আছে। খুব যে বেশি চাপ আছে বিষয়টা ওই রকম না। ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা কি মরে

আরব আমিরাতে কাজের সুযোগ, বেতন সাড়ে ৪ লাখ

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিশ্বের অন্তত দুই শতাধিক দেশের ৯০ লাখের বেশি প্রবাসী কর্মরত রয়েছেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কাজের সুব্যবস্থা এবং পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাসের সুবিধা ভোগ করছেন প্রবাসীরা।

চাকরি, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা, শিক্ষা এবং জীবনধারণের জন্য আদর্শ গন্তব্য হয়ে ওঠার সুদূরপ্রসারী ও প্রবাসীবান্ধব পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি।

সম্প্রতি দেশটিতে চার ক্যাটাগরিতে অভিবাসী নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে গ্রিন ভিসার আওতায় যারা যাবেন তাদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ১৫ হাজার দিরহাম, বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় কমপক্ষে চার লাখ ৪৫ হাজার টাকা। খবর খালিজ টাইমস।

ইউএই গ্রিন ভিসা প্রকল্পের আওতাধীন রেসিডেন্সি পারমিট। এর মাধ্যমে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসী, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, শীর্ষ ফলাফলধারী শিক্ষার্থী ও স্নাতকধারীরা আমিরাতে কোনো কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হয়েই স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি পেয়ে থাকেন।

এটি মূলত প্রতিভাধারী প্রবাসীদের আনতে দেশটির সরকারের নেয়া ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগ। ফ্রিল্যান্সার, নিজস্ব উদ্যোগী ব্যক্তি এই ক্যাটাগরির আওতায় আবেদন করতে পারবেন। গ্রিন ভিসার আওতায় যারা যাবেন তাদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ইউএই দিরহাম, বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় কমপক্ষে চার লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

একজন প্রবাসী স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক ভিসার আওতায় সর্বোচ্চ দুই বছর মেয়াদে সাধারণ কর্মসংস্থান ভিসা পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যদি তিনি দুবাইতে বেসরকারি খাতে কর্মরত থেকে থাকেন অথবা সরকারী সেক্টরে বা অর্থনৈতিক মুক্ত অঞ্চলে কর্মরত থাকেন।

ইউএই গোলডেন ভিসা প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মেধা এবং পেশাজীবীরা দেশটিতে দীর্ঘ সময় পরিবারসহ অবস্থানের অনুমতি পাবেন। এই ভিসার মাধ্যমে প্রবাসীরা সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত ইউএইতে বসবাস, চাকরি ও অধ্যয়ন করতে পারেন। এন্ট্রি ভিসার মাধ্যমে আমিরাতে এসে এর মেয়াদ ধাপে ধাপে বাড়িয়ে পাঁচ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

দেশটিতে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ পেতে চাইলে ডমেস্টিক ওয়ার্কার ভিসার আওতায় আবেদন করতে হবে। এই ভিসার নীতিমালাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে গৃহকর্মীদের অধিকার এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা। দেশটিতে গৃহকর্মীরা সাধারণত তাদের নিয়োগকর্তাদের বিশেষ স্পনসরের মাধ্যমে এসে থাকেন।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA · Biman Bangladesh Airlines · British Airways · Turkish Airlines · Qatar Airways · Kuwait · Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD, Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

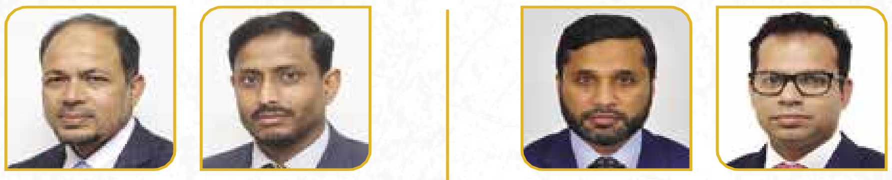

ASADUZZAMAN · FAKHRUL ISLAM · SAYED HASAN · SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA
T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

গরুর মাংসের কেজি হঠাৎ ৮০০ টাকা

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রমজান মাস যত ঘনিয়ে আসছে মাংসের দর ততই বাড়ছে। এর মধ্যেই শবেবরাত উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে গরুর মাংসের দাম বেড়ে এক লাফে ৮০০ টাকায় উঠেছে। গত কয়েকদিনে কেজিতে ৮০ থেকে ১০০ টাকা বেড়েছে গরুর মাংসের দাম। বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংসের দাম ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। অধিকাংশ জায়গায় তা ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে; কিছুটা ভালো মানের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকায়।

বাজারে সরবরাহের ঘাটতি থাকায় বেশি দাম দিয়ে গরু কিনতে হচ্ছে, এতে দাম বাড়তি বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অনেকে জানান, প্রতিবছর পবিত্র শবেবরাত ও রমজান মাসের আগে গরুর মাংসের দাম বাড়ে, এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রায় চার মাস আগে হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটে মাংসের বাজারে। কেজি নেমে আসে ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকায়। তখন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নির্দেশে খামারি ও ব্যবসায়ীরা বৈঠক করে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে প্রতি কেজি মাংসের দর ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত বিক্রি হয় এ দরেই। নির্বাচনের দুই দিন পরই কেজিতে ৫০ টাকা বেড়ে দর ওঠে ৭০০ টাকায়।

এতদিন এ দর বা কিছুটা বেশিতে মাংস বিক্রি করেছেন ব্যবসায়ীরা। গত বৃহস্পতিবারেও রাজধানীর বেশির ভাগ বাজারে ৭০০ টাকা দরে

গরুর মাংস কেনা গেছে।

রাজধানীর কয়েকটি বাজার ও মহল্লায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ মাংস দোকান থেকে মূল্য তালিকা উধাও হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা কেজি বিক্রি করছেন ৭৫০ টাকা দরে। তবে এসব বাজারে কেজিতে আরও ৩০ থেকে ৫০ টাকা বেড়ে কোথাও ৭৮০ আবার কোথাও ৮০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।

মিরপুর শাহআলী বাজার থেকে ৭৮০ টাকা দরে মাংস কেনেন তালেব। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে ৬৫০ টাকা, দুই মাস না যেতেই কেজিতে দেড়শ’ টাকা বেড়ে গেল। তখন ৬৫০ টাকায় বিক্রি করলে এখন কেন পারেন না ব্যবসায়ীরা।

২০১৮ সালেও সিটি করপোরেশন নির্ধারিত ৪২০ টাকা কেজি দরে মাংস বিক্রি হয়েছিল। সেই হিসাবে পাঁচ বছরের ব্যবধানে দর বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

শাহআলী বাজারের মোল্লা গোস্তের স্বত্বাধিকারী আলমগীর হোসেন বলেন, দুই সপ্তাহ আগে যে গরু কিনেছি ১ লাখে, একই ওজনের গরু কিনতে এখন লাগছে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার বেশি। দাম না বাড়িয়ে উপায় নাই।

বাংলাদেশ মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গোলাম মোর্তুজা মন্টু বলেন, গত এক সপ্তাহে প্রতিটি গরুর দাম অন্তত ১৫ হাজার টাকা বেড়েছে। গরুর দাম বাড়ার কারণে কেউ কেউ কেজি ৮০০ টাকায়ও বিক্রি করছে। তবে এর আগের দিন দুটি গরু জবাই করে কেজি ৭৫০ টাকায় বিক্রি করে ৭ হাজার টাকা লোকসান দিয়েছি।

বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান হোসেন বলেন, শবেবরাতকে ঘিরে দাম বাড়ানোর কৌশল হিসেবে মাংস ব্যবসায়ীরা এসব অভিযোগ তুলছেন। মূলত উৎসবকে ঘিরে দাম বাড়ানোর কৌশল হিসেবে এসব অভিযোগ তুলছেন মাংস ব্যবসায়ীরা।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেন, নানা জায়গায় ভোক্তা অধিদপ্তর অভিযান ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। দাম সহনীয় রাখার যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে দেশে প্রতিবছর মাংসের উৎপাদন বাড়ছিল, কিন্তু গত অর্থবছরই প্রথম উৎপাদন কমেছে। উৎপাদন কমার আগের বছর (২০২১-২২) মাংসের উৎপাদন ছিল ৯২ লাখ ৬৫ হাজার টন; গত বছর তা কমে দাঁড়ায় ৮৭ লাখ ১০ হাজার টন। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগিসহ সব ধরনের মাংসের উৎপাদন কিছুটা কমেছে বলে জানিয়েছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে শবেবরাত পালিত

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে বাংলাদশের মুসলমানরা সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবেবরাত পালন করেছে। রোববার রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মহান আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলসহ নানা ইবাদত-বন্দেগির মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করেছেন। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। এদিকে, শবেবরাত উপলক্ষে কবর জিয়ারত করতে আজিমপুর কবরস্থানে ঢল নামে স্বজনদের। চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকা স্বজনদের রুহের মাগফেরাত কামনা করতে ছুটে আসেন প্রিয় মানুষটির কবরের কাছে। চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে দেখা যায় তাদেরকে।

সৌভাগ্যের এ রজনীতে ঢাকাসহ সারা দেশে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের মুসলমানরা কোরআন তিলাওয়াত, নফল নামাজ ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্যদিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল ছিলেন। কেউ কেউ ফজরের নামাজ পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কেউ মসজিদে, কেউ বাড়িতে থেকে নফল নামাজ আদায়ের পাশাপাশি কোরআন তিলাওয়াত করেছেন। অনেকে কবরস্থানে গিয়ে স্বজনদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেছেন। পবিত্র শবেবরাতকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও গরিব-দুঃখীর মধ্যে অনেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার বিতরণ করেন।

মহিমান্বিত এ রজনীতে মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের মুসলমানরাও বিশেষ মোনাজাত ও দোয়ায় শামিল ছিলেন।

পবিত্র এ রাতে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের এবাদত বন্দেগির জন্য জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম সহ দেশের সব মসজিদে মুসল্লিরা ইবাদতে মশগুল ছিলেন।

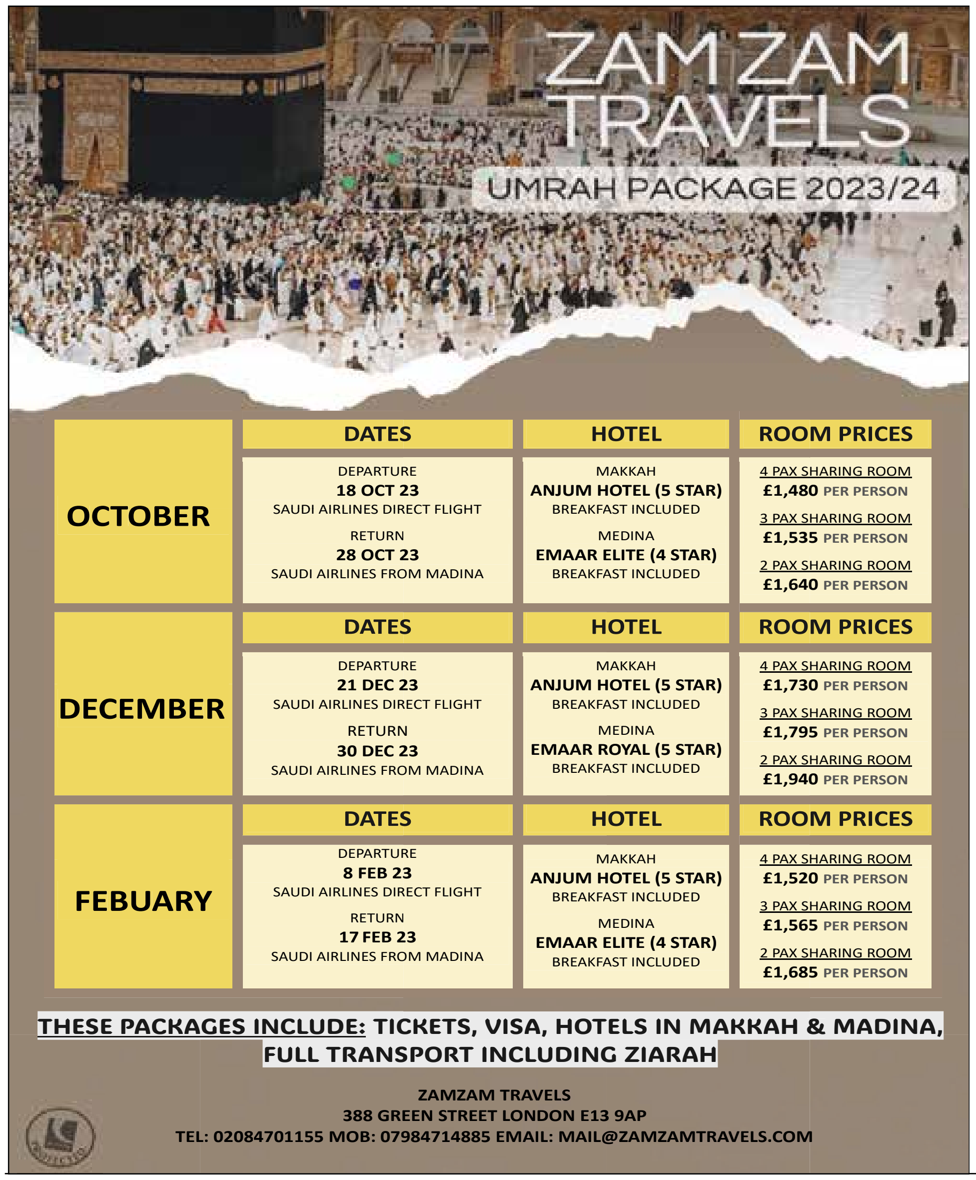

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

পবিত্র শবেবরাত পালিত

পবিত্র শবেবরাত, যা সৌভাগ্যের রজনি নামে পরিচিত। মুসলমানদের কাছে ১৪ শাবান দিবাগত রাত অত্যন্ত বরকতময় ও মহিমান্বিত বলে বিবেচিত।

মহান রাব্বুল আলামিন মানবজাতির জন্য তাঁর অসীম রহমতের দরজা খুলে দেন এ রাতে। শাবান মাসের পরই কৃচ্ছ্রসাধনের মাস রমজান আসে জীবনের সব কালিমা দূর করার ফজিলত নিয়ে। শাবানকে বলা হয়ে থাকে রমজানের প্রস্তুতির মাসও। শবেবরাত তাই মুসলমানদের জানান দিয়ে যায় দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম সাধনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা।

এ রাতে মানবসমাজ তথা বিশ্বের সব সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করেন আল্লাহতায়ালা। তিনি মানুষের জীবন-মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ধারণ এবং রুজি-রোজগার বন্টন করেন। নাজিল করেন বান্দার প্রতি অশেষ রহমত। বান্দাদের আকুতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেরও রাত এটি। আল্লাহতায়ালা ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং বিপদগ্রস্তদের দেখান উত্তরণের পথ। এজন্যই মুসলমানদের কাছে শবেবরাত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমানরা যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় শবেবরাত পালনের জন্য প্রস্তুত হন প্রতিবছর। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে নেওয়া হয়ে থাকে নানা কর্মসূচি। শবেবরাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় সেসব অনুষ্ঠানে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধে। বেতার-টেলিভিশনেও এ রাতের মহিমা প্রচার করা হয়। পবিত্র কুরআনের সুরা দুখানে বলা হয়েছে, শবেবরাত মুসলমানদের কাছে মহিমাময় এক রাত। সেই মহিমার রোশনাই জীবনে ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে প্রয়োগের জন্যই প্রত্যেক মুসলমান এ রাতে ইবাদত-বন্দেগি করে কাটান। গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয় হালুয়া-রুটিসহ বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী। ধনীদের সম্পদের ওপর যে গরিবের হক রয়েছে, তা বারবারই উচ্চারিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। এই পবিত্র রাতে আমরা যেন ভুলে না যাই গরিব প্রতিবেশীর কথা। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী।

এদেশের মুসলমানরা ভাবগম্ভীর পরিবেশে শবেবরাত পালন করে থাকেন। তারা আজ মসজিদে, বাড়িতে নফল নামাজ আদায়, মিলাদ মাহফিল, দান-খয়রাতের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করবেন। শবেবরাতের এই মহিমা সমুন্নত রাখতে হবে প্রতিটি ক্ষণে, যাতে কোনো অশুভ ও অকল্যাণ আমাদের স্পর্শ করতে না পারে। ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের শাশ্বত বাণীর প্রতিফলন ঘটাতে হবে চিন্তা ও কর্মে। ইসলামের শিক্ষা থেকে কখনোই যাতে আমরা বিচ্যুত না হই, সে ব্যাপারেও সদা সজাগ থাকতে হবে।

আজকের সৌভাগ্য আর রিজিক বরাদ্দের, জীবন-মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ধারণের রজনিতে আমরা সবরকম গোঁড়ামি ও শিরক থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা করব মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। এই রাত সমগ্র জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক, এটাই সর্বান্তকরণে কামনা করি।

পবিত্র এই রজনির আলোকচ্ছটায় আমাদের অন্তর হোক উদ্ভাসিত, দূর হোক কালিমা, সমৃদ্ধি আসুক সবার ঘরে-এটাই

এ দলে বিভেদ, ও দলে ভাঙন, এভাবেই কি চলবে রাজনীতি

সোহরাব হাসান

ময়মনসিংহের তরুণ কবি ও গ্রাফিক ডিজাইনার শামীম আশরাফকে প্রথমে ৫৪ ধারায় আটক করে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর সাইবার নিরাপত্তা আইনে আবার মামলা করার কারণ কী? তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হকের বিরুদ্ধে পোস্টার করেছেন। পোস্টারের কোথাও মেয়রের নাম নেই। একটি পোস্টারে বলা হয়েছে, 'হোলডিং ট্যাক্সের পাহাড়ের বোঝা কেন সাধারণ মানুষের ওপর চাপাও?' আরেকটি পোস্টারের ভাষা হলো, 'শোষক নয়, সেবক চায় নগরবাসী।'

তাহলে মেয়র কেন নিজের কাঁধে নিলেন? কেন সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাকে দিয়ে মামলা করালেন? ঘটনার পেছনেও ঘটনা থাকে। স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই শামীম আশরাফ একাধিক মামলা ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ময়মনসিংহ সদর থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে জয়ী হন মোহিতুর রহমান ওরফে শান্ত। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হকের বড় ভাই আমিনুল হক। ওই নির্বাচনের সময় শামীম আশরাফ নৌকার প্রার্থীর পক্ষে পোস্টার করেছিলেন।

সিটি নির্বাচনে মেয়রের বিরুদ্ধে সাঁটানো পোস্টারের পেছনে সংসদ সদস্যের হাত আছে বলে মনে করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ। সংসদ সদস্যকে ধরেবেঁধে আনতে না পারলেও পোস্টারের মালিক হিসেবে সন্দেহভাজন হিসেবে আশরাফকে আটক করা হয়। সেই পোস্টার সাঁটা হয়েছে শহরের দেয়ালে, প্রকাশ্যে। এখানে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করার সুযোগ নেই।

৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝতে ওপরের ঘটনাটি যথেষ্ট। প্রায় প্রতিটি আসনেই আওয়ামী লীগের বিজয়ী বনাম পরাজিত কিংবা নৌকা বনাম স্বতন্ত্র প্রার্থীর রেষারেষি চলছে।

অভ্যন্তরীণ বিভেদ কমাতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয়ভাবে মনোনয়ন দিচ্ছে না আওয়ামী লীগ। কিন্তু ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তা সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। মন্ত্রী-এমপি ও পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকেরা এখন মুখোমুখি।

বিএনপিবিহীন ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দেখাতে আওয়ামী লীগ প্রার্থিতা উন্মুক্ত করে দেয়।

এতে নির্বাচন কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে সত্য, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বৈরিতা ও সংঘাত বেড়েছে। কোনো পরাজিত প্রার্থীই মনে করেন না যে তিনি ভোটে হেরেছেন। একাধিক নৌকাধারী পরাজিত প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভোটের ফল এমন হলো কেন? তাঁরা বলেন, 'ভোটাররা তো আমাকে ভোট দিয়েছেন, এরপর কোথা থেকে কী হলো, বুঝতে পারলাম না।' তাঁরা মনে করেন, এর পেছনে কারসাজি আছে।

আগে আওয়ামী লীগের বা বিএনপির প্রার্থী কারও কাছে কেউ হেরে গেলে কারসাজির কথা বলতেন। এবার আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই দলের বিরুদ্ধে কারসাজির অভিযোগ এনেছেন।

কেবল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের প্রভাব পড়েছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ওপরেও। নির্বাচনের আগে বিএনপির যেসব নেতা এক দফার আন্দোলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এখন তাঁরা আটক দলীয় নেতাদের ছাড়িয়ে আনা নিয়ে চিন্তিত।

২.

কেবল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের প্রভাব পড়েছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ওপরেও। নির্বাচনের আগে বিএনপির যেসব নেতা এক দফার আন্দোলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এখন তাঁরা আটক দলীয় নেতাদের ছাড়িয়ে আনা নিয়ে চিন্তিত।

নির্বাচনের পর সরকারও বিএনপির নেতাদের কারামুক্তির ব্যাপারে অনেকটা নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে ধারণা করি। বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সারা দেশে ২৪ থেকে ২৫ হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও গ্রেপ্তারের এই সংখ্যা ১২ হাজারের বেশি নয় বলে দাবি সরকারের। ২৮ অক্টোবর ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ কর্মসূচি ঘিরে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হয়, যা চলে নির্বাচন পর্যন্ত।

সম্প্রতি বিএনপির কারাবন্দী নেতা-কর্মীরা মুক্তি পেতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে দলের মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব নেতা জামিনে মুক্ত হয়েছেন।

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মুক্তির পর 'গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার' পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আবার মাঠে নামবেন বিএনপির নেতারা।

কারামুক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে নতুন করে বিএনপি নেতাদের আটক করার ঘটনাও আছে।

২২ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে করা মামলায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ১৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তাঁরা সবাই হাইকোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হয়ে আবার জামিন চাইলে তা নামঞ্জুর করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন নওগাঁর একটি আদালত। মুক্তি ও আটকের এই মহড়া এখনই শেষ হচ্ছে না।

কেবল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের প্রভাব পড়েছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ওপরেও। নির্বাচনের আগে বিএনপির যেসব নেতা এক দফার আন্দোলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এখন তাঁরা আটক দলীয় নেতাদের ছাড়িয়ে আনা নিয়ে চিন্তিত।

৩.

যে জাতীয় পার্টি তিন তিনটি নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের হক না-হক পথে সহায়তা করে আসছে, সেই জাতীয় পার্টি অভিযোগ করছে, দলের ভাঙনের পেছনে আওয়ামী লীগের হাত আছে। নব্বইয়ে স্বৈরাচারের পতনের পর এবারই দলটি সর্বনিম্ন ১১টি আসন পেয়েছে। আওয়ামী লীগ ২৬টি আসনে ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু নৌকা তুলে নিলেও তারা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রত্যাহার করেনি। এর ফলে জাতীয় পার্টি বেশির ভাগ আসনে হেরেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। ১৯৯৬ সালে দলটি ৩২ এবং ২০০১ সালে ১৪টি আসন পেয়েছিল। এরপর আওয়ামী লীগের সহায়তায় মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত পর্যন্ত হয়েছেন।

৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগেই জাতীয় পার্টির দুই গ্রুপ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধরনা দিয়েছিল। অনুসারীদের মনোনয়ন না দেওয়ায় রওশন এরশাদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। জি এম কাদেরপন্থীরা ভোটযুদ্ধে শরিক হন। নির্বাচনের পর রওশন আলাদা জাতীয় পার্টি গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। জাতীয় কাউন্সিল করার ঘোষণা দিয়েছেন।

জি এম কাদেরের অনুসারীরা মনে করেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান পৃষ্ঠপোষক দলের সাংগঠনিক বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, করলে সেটি গঠনতন্ত্রবিরোধী হবে। তাঁরা বলছেন, রওশন এরশাদ আর জাতীয় পার্টির নাম ব্যবহার করতে পারবেন না।

এরশাদের ছোট ভাই জি এম কাদেরই এর উত্তরাধিকার বহন করছেন। জি এম কাদেরপন্থীরা রওশনপন্থীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করেছেন জাপার নাম, প্রতীক ও প্যাড অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগে।

রাজনৈতিক দল চলে নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে। কিন্তু যদি কোনো দল সেই নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচি পরিত্যাগ করে সুবিধাবাদকেই একমাত্র মোক্ষ ভাবে, তাহলে সেই দলের যা হওয়ার কথা, সেটাই জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে ঘটছে। নব্বইয়ের পর জাতীয় পার্টি বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এরশাদ বেঁচে থাকতেই আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, কাজী জাফর আহমদ ও নাজিউর রহমান মঞ্জুর আলাদা জাতীয় পার্টি করেছিলেন। সেসব উপধারা এখনো আছে। জাতীয় পার্টি নতুন করে ভাগ হলে উপধারা বা ভাগের সংখ্যা বাড়বে। তবে জাতীয় রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসবে, সে কথা কেউ বিশ্বাস করেন না। বরং ক্ষমতাসীন দল এক উপধারার বিরুদ্ধে অন্য উপধারাকে ব্যবহার করতে পারবে; যা জাতীয় পার্টির জন্য আরও ক্ষতিকর হবে।

সোহরাব হাসান প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

সিএনএনকে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূস

আমেরিকায় অধ্যাপনা রেখে মানুষকে সাহায্য করতেই দেশে ফিরেছি

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ১৯৭১ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনাকালে কেবলই নিজ দেশের মানুষকে

সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং পরে ফিরে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ইউনূস।

বাংলাদেশ সময় গত মঙ্গলবার সিএনএন-এর তারকা সাংবাদিক ক্রিস্টিয়ান আমানপোরকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। প্রশ্ন পর্বের আগে সিএনএন-এর খবরের শুরুতে বলা হয়, বাংলাদেশে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ইউনূসের সমর্থকরা বলছেন, তিনি ওই দেশের প্রধানমন্ত্রীর টার্গেটে পরিণত হয়েছেন।

আমানপোরের এক প্রশ্নে বলা হয়, এখন মারাত্মক সব ঘটনা ঘটছে। বারাক ওবামার মতো ডজন ডজন নোবেলজয়ী আপনার বিরুদ্ধে বিচারিক হয়রানি বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছেন। এসব মামলার পরিণতি কি হতে পারে? আপনি কি জেলে যেতে পারেন?

জবাবে ড. ইউনূস বলেন, আমাকে ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং, জামিনের মেয়াদ শেষ হলে আমাকে ফের জামিন দিতে পারে, নয়তো আমিসহ অন্য যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা সবাই জেলে যেতে পারি। ৩ মার্চে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা আরেকটি নতুন মামলা হচ্ছে। আমাদের দুর্নীতি, মানি লন্ডারিংসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। ওই মামলায় সাজার মেয়াদ আরো দীর্ঘ। আমরা জানি না এসব কখন শেষ হবে। শেখ হাসিনা কি আপনাকে তার রাজনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভাবছেন-এই প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস 'আমি জানি না' মন্তব্য করে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পষ্টভাবে 'না' করে দেন। ওয়ান ইলেভেনে তাকে সরকার প্রধান হওয়ার প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি বারবার বলেছি, রাজনীতি করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

নাভালনির মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইউক্রেনে অবস্থানরত আমানপোর ড. ইউনূসের কাছে জানতে চান আপনি কি বিদেশে থাকার প্রস্তাব পেয়েছেন?

জবাবে ড. ইউনূস বলেন, আমার অনেক বিদেশী বন্ধুই আমাকে দেশত্যাগ করতে বলেছেন। তাদের দেশে থাকার সব সুযোগ-সুবিধাসহ, সারা দুনিয়ায় আমার কাজগুলো চালিয়ে নেয়ার নিশ্চয়তাসহ। আমি ১৯৭১ সালের শেষে (মিডল) টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করার সময়টায় দেশে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং আমি দেশে ফিরেছিলাম। আমি শুধু মানুষকে সাহায্য করতেই ফিরেছিলাম।

সিলেটে মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া সন্তান সেজে প্রতারণার অভিযোগ

সিলেট, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সিলেট নগরের সুবিদবাজারে বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর তিন বছর পর জন্ম নেয়া এক যুবক নিজেকে সন্তান দাবি করছেন। আর নিজেকে তৃতীয় স্ত্রী দাবি করছেন এক নারী। মূলত তারা সম্পদ আত্মসাতের জন্য এমন সব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন বলে দাবি এ পরিবারের। মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এসব অভিযোগ তোলেন নগরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুবিদবাজার বনকলাপাড়া নুরানী ৭৮ নম্বর বাসার স্থায়ী বাসিন্দা সৈয়দ আবু শাহিন আজাদ খোকন। তিনি বলেন, 'আমার পিতা মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. সৈয়দ তছির আহমদ। সমছুননেহার সমছুন আমার বাবার তৃতীয় স্ত্রী দাবি করে বিভিন্ন মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এতে পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সমছুনের সহযোগী নাঈম আজাদ টিপু এই চক্র গড়ে তুলে গভীর ষড়যন্ত্র করছে।' লিখিত বক্তব্যে আবু শাহিন খোকন বলেন, 'আমার পিতা আয়কর অফিসে সরকারি চাকরি করতেন। তিনি দুই বিয়ে করেছেন। ১৯৯১ সালের ১৬ই এপ্রিল তার মৃত্যুর সময় আমার মা শাহেনা বেগম এবং আমাদের সৎ মা রুনী বেগম জীবিত ছিলেন।

তাই বাবার উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা দুই পরিবার আপোষে বাটোয়ারার মধ্যে সম্পদ ভাগবণ্টন করে ভোগ করে আসছি। বাবার পেনশনের টাকা এখনো দুই পরিবার নিয়মিতভাবে পেয়ে আসছি।' তিনি জানান, ১৯৯২ সালে আমার মা শাহেনা বেগম জনৈক কামাল মিয়াকে বিয়ে করেন। ১৯৯৪ সালে তার ঘরে নাঈম আজাদ টিপুর জন্ম হয়। ২০০৮

সালে মা, তিন ভাই এবং দুই বোন মিলে বনকলাপাড়ার বাসা সৎ মা রুনী বেগমের ছেলেদের কাছে বিক্রি করেন। বর্তমানে তারা বনকলাপাড়া নুরানী ১০৫/২৫ নম্বর বাসায় বসবাস করছেন। এসব কেনাবেচার দলিলে টিপুর কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি অভিযোগ করেন, '২০১৭ সালে হঠাৎ নাঈম আজাদ টিপু তার পিতার নামের স্থলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. সৈয়দ তছির আহমদের নাম লিখতে শুরু করে। এমনকি বাবার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা তুলে ভোগ করছে। এ ঘটনায় বড় ভাই আমার সৎ মায়ের বড় ছেলে সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ আদালতে টিপু ও আমার মায়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও প্রতারণা মামলা করেন। এক বছর পর বড় ভাই মারা গেলে মামলাটি আদালত নিস্পত্তি করে দেন।' খোকনের অভিযোগ, 'জামিনে বের হয়েই টিপু আবারো অপকর্ম শুরু করেছে। মা সাহেনা বেগমকে বাদী করে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে এসএমপির এয়ারপোর্ট ও কোতোয়ালি থানায় চাঁদাবাজি মামলা করেছে। একইসঙ্গে ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।' তিনি টিপুসহ অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে সিলেটের পুলিশ কমিশনারসহ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

শ্যাডওয়েল জামে মসজিদে পবিত্র শবেবরাত পালিত

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়েই যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ২৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হয়েছে। মহিমান্বিত এই রজনীতে পূর্ব লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার শ্যাডওয়েল জামে মসজিদে বাদ মাগরিব ওয়াজ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

শ্যাডওয়েল মসজিদে পবিত্র শবে বরাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা করতে গিয়ে মসজিদের প্রধান ইমাম এবং খতিব শেখ মোঃ আব্দুল কাহ্হার বলেন, মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, মধ্য শাবানের রাতে, অর্থাৎ শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মহান আল্লাহ তায়ালা, মুশরিক, হিংসুক ও বিদ্বেষী লোক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

নিজ বাসায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পরম করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় নফল নামাজ পড়েন, কোরআন তিলাওয়াত এবং জিকিরে মগ্ন ছিলেন। অতীতের পাপ অন্যায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। একই সঙ্গে তারা ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেছেন। এশার নামাজের পর থেকে মসজিদে অনেক মুসল্লি রাত জেগে নফল নামাজ আদায় করেছেন, মসজিদে 'পবিত্র শবে বরাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের পর মোনাজাতে দেশ-প্রবাস ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়।

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়।

অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন লুৎফুর রহমান বিন নূরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম মিয়া।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান উপদেষ্ঠা আতাউর রহমান, উপদেষ্ঠা আমির উদ্দিন মাষ্টার, আশিক চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান মিল্লিক, শেখ ফারুক আহমদ, ড: রোয়াব উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী, সহ সভাপতি শিশু মিয়া, নাসির উদ্দিন, আনসার আহমদ, বদর উদ্দিন, ফারুক মিয়া জিল্লু, কোষাধ্যক্ষ আবু ইয়াসিন সুমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন, সরফরাজ জুবের, আলী আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, আসাদুজ্জামান, রহিম উদ্দিন, ইমরানুল হক, সৈয়দ আলফু মিয়া সহ অনেকে। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারা বলেন, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। বক্তারা বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের দাবী জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট: হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD
YOUR 24/7 HOME SOLUTION FOR
HOME REFURBISHMENTS, PLUMBING & HEATING , ELECTRIC, CARPENTRY, ROOFING, LOFT AND EXTENSION, PLASTERING, PAINTING, DOMESTIC APPLIANCE'S REPAIR, GAS & ELECTRIC CERTIFICATE & MORE
Contact
07957 148 101
আলম প্রপার্টি মেইনটেন্যান্স লিমিটেড
সব ধরনের নির্মাণকাজের নিশ্চয়তা
- প্লাম্বিং এবং হিটিং
- বয়লার সার্ভিস
- সেন্ট্রাল হিটিং পাওয়ার ফ্লাস
- ইলেক্ট্রনিকস
- নতুন ছাদ প্রতিস্থাপন
- কার্পেটিং
- ডাবল গ্লেজিং উইন্ডোজ
- তালা মেরামত ও প্রতিস্থাপন
- লফট এন্ড এক্সটেনশন
- কিচেন এন্ড বাথরুম মেরামত
- পেইন্টিং ও ডেকোরেটিং
- গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি মেরামত
- গ্যাস ও ইলেকট্রিক সার্টিফিকেট
আজই যোগাযোগ করুন
07957 148 101

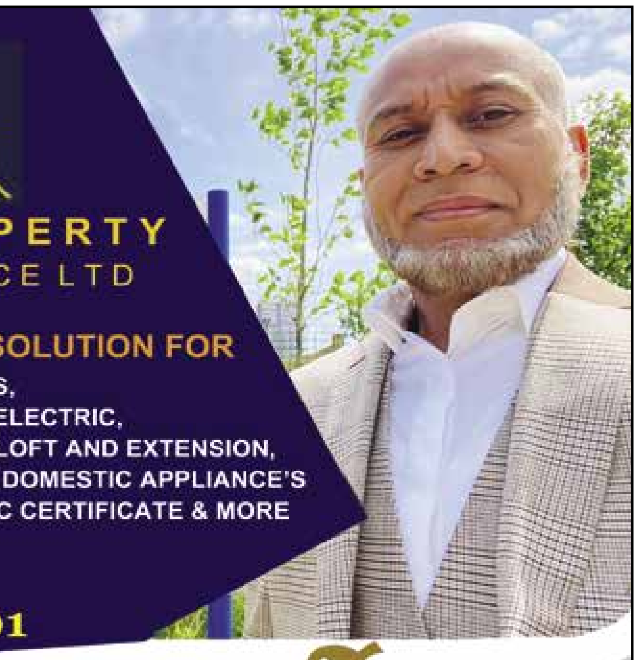

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

লন্ডন ইক্বরা ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ

উৎসবমুখর পরিবেশে বৃটেনের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লন্ডন ইক্বরা ইন্সটিটিউটের আলিমিকোর্স ২০২৩ সালের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গত শনিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) এই উপলক্ষে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বছরজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী সেরা শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

লন্ডন ইক্বরা ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলের সভাপতিত্বে, সাবেক ছাত্র তানজিম আব্দুল্লাহ ও ইমরান হকের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও ট্রাস্টি মাওলানা এফ কে এম শাহজাহান, উস্তাদ রেশ্মাশেখ, উস্তাদ সামিরা আবেদ প্রমুখ।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন তরুণ ছাত্র ইউসুফ আব্দুল আজিম। অনুষ্ঠানে লন্ডন ইক্বরা ইন্সিটিটিউটের শিক্ষার্থীরা নাশিদ, কেরাত, আরবি ভাষায় কথা বলাসহ বেশ কয়েকটি প্রদশর্নীতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অংশ নেন তাদের অভিভাবকরা। অনেক আগ্রহ নিয়ে অভিভাবকরা সন্তানের প্রদর্শনী উপভোগ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল বলেন, সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান করা সকল অভিভাবকের একান্ত দায়িত্ব। যে শিক্ষা সন্তানদের সুনাগরিক হতে সহায়তা করে সেই শিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। তিনি লন্ডন ইক্বরা ইন্সিটিটিউটের শিক্ষার মানউন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি একদিন লন্ডনে ইসলামিক শিক্ষার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রূপ নেবে।

তিনি আরো বলেন, লন্ডন ইক্বরা ইন্সটিটিউট কম সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের কাছে একটি জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিশেবে গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান এর অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আজ এপর্যায়ে এসেছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নর্থ লিংকনশায়ারের ওলডহ্যাম এলাকায়ও প্রতিষ্ঠানটির আরেকটিশাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি এ জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

শিক্ষকদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বদরুল শেখ, উস্তাদ মাহমুদ, উস্তাদ হলি, উস্তাদ সুমাইয়া, উস্তাদ সালেহা, উস্তাদ সামিরা ইসলাম, উস্তাদ তানজিম, উস্তাদ সাহেদা, উস্তাদা সাদিয়া হোসেন, উস্তাদ সায়না উদ্দিন, উস্তাদ সাদিয়া, উস্তাদ নাইমা, উস্তাদ সায়রা, উস্তাদা নাজমা, উস্তাদা সামিরা ইসলাম, উস্তাদা আসমা, উস্তাদ রেবেকা, উস্তাদ লোবা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ১৪ জন শিক্ষার্থীকে আলিমী সনদ প্রদান ও সম্মাননা উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়, শিক্ষার্থীরা হলেন জাকারিয়া ইসলাম, ইসহাক হোসেন, আব্দুল আজিম, তাহির হোসেন, মানসুর উমর, আবু বক্কর সিদ্দিকী, ইব্রাহিম আম্বিয়া, হাদী কামালী, মাহবুবা ইসরাক, জুমিমা রহমান, হোমায়রা হাসান, রাহোহা সাইফ, জাইনাব আলী ও সাদিয়া আহমেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের আলোচনাসভা ও কবিতা পাঠের আসর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে বৃটেনের প্রাচীনতম সাহিত্য সংগঠণ রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ উডেহাম সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করা হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার আয়োজিত সভায় সংগঠনের সহ সভাপতি শেখ ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোস্তফা। সভায় 'বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন 'শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী।

আলোচনায় অংশনেন ডঃ কবি আজিজুল আম্বিয়া, কলামিষ্ট চৌধুরী হাফিজ আহমদ, খান জামাল নুরুল ইসলাম, হাজী ফারুক মিয়া, বদরুজ্জামান বাবুল, ফারুক আহমদ সুন্দর প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, কবি আজিজুল আম্বিয়া প্রমুখ। শহীদ রফিক, সালাম, জব্বার ও বরকতের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন মাওলানা নুরুল হক।

সভায় বক্তারা দেশে-বিদেশে বাংলা ভাষার চর্চা ও প্রসার জোরদার করার আহ্বান জানান এবং নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের বাংলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS 07957 191 134 www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লেভেলিং আপ, হাউজিং এবং কমিউনিটিজ বিভাগের বেস্ট ভেল্যু পরিদর্শনে কাউন্সিলের প্রতিক্রিয়া

সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর লেভেলিং আপ, হাউজিং এন্ড কমিউনিটিজ এর পক্ষ থেকে বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন এর উদ্যোগ নেয়ার প্রেক্ষিতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "আমাদের বর্তমান প্রশাসনের অধীনে কাউন্সিল হিসাবে আমরা যে অগ্রগতি করেছি তা দেখানোর জন্য আমরা অংশীদারিত্বে কাজ করতে অপেক্ষায় আছি।

"এই সিদ্ধান্তে আমরা যদিও বিস্মিত হয়েছি তবে এটি অবশ্যই সরকারের বিশেষাধিকার এবং আমরা আমাদের কাজে আত্মবিশ্বাসী এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।

"লোকাল গভর্নমেন্ট এসোসিয়েশন (এলজিএ) পিয়ার রিভিউ এবং ইনভেস্টরস ইন পিপল দ্বারা সাম্প্রতিক স্বাধীন পর্যালোচনায় আমাদের কাজগুলো প্রশংসিত হয়েছে। যদিও উভয় পর্যালোচনা ইতিবাচক ছিল, তদুপরি আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের কাউন্সিলের মধ্যকার পরিচালনা পদ্ধতির আরও উন্নতি নিশ্চিত করতে তাদের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে কাজ করছি।

"সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, কাউন্সিল ২০১৬ সাল থেকে বছরের অনিষপন্ন থাকা অডিট (নিরীক্ষা), এসিওরেন্স (নিশ্চয়তা) এবং গভর্ন্যান্স (শাসন) এর ঐতিহাসিক আর্থিক সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

"আর্থিক বছর ২০১৬/১৭, ১৭/১৮, ১৮/১৯ এবং ১৯/২০ এর সকল হিসাব স্বাধীন নিরীক্ষক দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশিষ্ট খসড়া অ্যাকাউন্টগুলির জন্য পাবলিক ইন্সপেকশনের একটি সময়কাল এখন চলছে এবং ২০২০/২১, ২১/ ২২ এবং ২২/২৩ অর্থবছরের হিসাবগুলো মার্চ মাসে অডিট কমিটির কাছে যাওয়ার কথা রয়েছে।

"আমরা গর্বিত যে গত ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত এলজিএ পিয়ার রিভিউ রিপোর্টে কাউন্সিলের প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমাদের 'ভাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা' এবং 'সংগঠনের ভবিষ্যত স্থায়িত্ব সুরক্ষিত করার জন্য শক্তিশালী ভিত্তি' রয়েছে।

"পিয়ার রিভিউ কাউন্সিলকে 'বাসিন্দাদের এবং কমিউনিটির চাহিদা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা রাখে-এমন একটি সংস্থা' হিসাবেও প্রশংসা করেছে, এবং একই সাথে এটাও বিবেচনায় নিয়েছে যে কাউন্সিল গত আঠারো মাসে, একজন নতুন মেয়র এবং নতুন প্রধান নির্বাহীর সাথে ও নতুন কাউন্সিল অফিসে স্থানান্তরিত হওয়ার পরিক্রমায় 'এখনও পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সমন্বয়' করে চলেছে।

"এই সবই এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন টাওয়ার হ্যামলেটস আরও বেশি সংখ্যক মানুষের জীবন উন্নত করার জন্য উদ্ভাবনী ব্যবস্থা প্রদান করেছে, যেমন সারা দেশের মধ্যে প্রথম ও একমাত্র কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে বারার সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিনামূল্যে স্কুলের খাবার সরবরাহ। আমাদের এই উদ্যোগ মাত্র গত মাসেই একটি ক্রস পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ দ্বারা বেস্ট ফুড এওয়ার্ড পেয়ে স্বীকৃতি লাভ

ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির শিক্ষার্থীরা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীর শিক্ষার্থীরা। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেও স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্টাফরা সকালে শহিদ মিনারে এসে হাজির হন। তারা সেখানে এক মিনিটের নিরবতা পালন করেন।

প্রিন্সিপাল আশিদ আলী এ সময় শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার ইতিহাস, ২১ ফেব্রুয়ারির চেতনা এবং বাংলাকে রাস্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন ভাষা সৈনিকরা তা তুলে ধরেন।

প্রিন্সিপাল আশিদ আলী অমর একুশেকে বিশ্ব সম্প্রদায়কে বাঙালিদের দেওয়া এক অনন্য উপহার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ভাষার জন্য বাংলাদেশীদের আত্মত্যাগ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে বলেই অমর একুশে আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

তিনি বলেন, পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনার এখন শুধু বাঙালির ভাষা শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভই নয়, বহুজাতিক ব্রিটিশ সমাজে এটি এখন মাতৃভাষা প্রেমিকদের অত্যন্ত আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এ সময় তিনি বায়ান্নর মহান ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

অ্যাপল রিয়েল অ্যাস্টেট'র তৃতীয় বর্ষপূতি উদযাপন

অ্যাপল রিয়েল অ্যাস্টেট'র ৩য় বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ৮ টায় অ্যাপল রিয়েল অ্যাস্টেট নিউবারিপার্ক, রেডব্রিজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অ্যাপল রিয়েল অ্যাস্টেটের ডিরেক্টর আফসার হুসেন এনাম অনুষ্ঠানটি হোস্ট করেন। এতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বাসিন্দাদারা অংশ নেন। এসময় আফসার হুসেনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দোয়া করেন ইমাম হাফিজ শোয়াইব। এতে গাজায় নিহত ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। মোনাজাতের পর আফসার হুসেন আমন্ত্রিত অতিথিদের তাকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে সকলকে পাশের থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইমাম হাফিজ শুয়াইব, এমদাদ হুসাইন , হামিদ আফিন্দি, সুরব হোসেন, নজরুল হোসেন, সেলিম আহমেদ ,সাহার, সিরাজ, খালেদ, নাসির, অহিদ উদ্দিন, শাহীন চৌধুরী,আজম , নওফল জামিল, জহির হোসেন গাউস, এ কালাম, মাহবুব হোসেন, ফারুক, কামাল, সুহেল, আজমল, বদরুল, সাইফুল ও আতিক। অনুষ্ঠানে বক্তারা অ্যাপল রিয়েল অ্যাস্টেটের সফলতা কামনা করেন। পরে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিয়ানীবাজার ডেভোলাপমেন্ট সোসাইটির সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বিয়ানীবাজার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) ইস্ট লন্ডনের একটি অভিজাত সেন্টারে দুই পর্বে সভা হয়। প্রথম অধিবেশনে সোসাইটি সভাপতি বাবুল খানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী মুহাম্মদ নুরুজ্জামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কয়েছ আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি বাবুল খান।

সংগঠনের ২০২২-২০২৩ সেশনের রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে সংগঠনের সেক্রেটারি নুরুজ্জামান এবং ট্রেজারার আহমদ হুসাইন এবং পরবর্তীতে সংগঠনের সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দেন সোসাইটির সভাপতি। সভায় প্রধান অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন ব্যুরো অফ টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেকাউন্সিলর মোঃ মাইয়ুম মিয়া তালুকদার।

দ্বিতীয় পর্বে সংগঠনের সংবিধানের আলোকে ইলেকশন কমিশনারদের হাতে ২০২৪/২০২৬ সেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাবেক চেয়ারম্যান আয়ুব খান এবং সহকারী ছিলেন আব্দুর নুর। ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পাঁচ জনকে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে প্রার্থীতা ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন যথাক্রমে আখনু হুসাইন, মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, আব্দুল মজিদ, আসাদ মো: জামান এবং আবু বক্কর। পরে সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ২০২৪-২৬ সেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন আবু বক্কর। নবনির্বাচিত সভাপতি সকলের সম্মতিতে সংগঠনের সেক্রেটারি ও ট্রেজারার মনোনিত করেন যথাক্রমে মুহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং আহমদ হুসাইনকে।

এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাবেক চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা, কাউন্সিলর বিলাল উদ্দিন,গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাংবাদিক মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, বর্তমান চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার কাওসার হোসাইন কোরেশী, ইস্ট লন্ডন মসজিদের হেড অফ এসেট আসাদ মো: জামান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুছাদ্দেক আহমদ, বিয়ানীবাজার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মালিক।

অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন আব্দুল মজিদ, আখনু হুসাইন, নুরুজ্জামান (সিনিয়র),সুহেল সিরাজী, জাকের আহমদ চৌধুরী, এমদাদুল হক কাজল, আব্দুল্লাহ আল মুনিম, মুশাররফ খালেদ, সালাহ আহমেদ প্রমুখ। ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, রাফি বিন মুনিম ও জাকের আহমদ চৌধুরী। পরে নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

ভারত সীমান্তের ভেতরে পড়ে থাকা বাংলাদেশি কিশোরের লাশ হস্তান্তর

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটের কানাইঘাট উপজেলা-সংলগ্ন ভারত সীমান্তের ভেতরে পড়ে থাকা বাংলাদেশি কিশোর মাসুম আহমদের (১৫) লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। বিজিবির সদস্যরা বিএসএফের সঙ্গে আলোচনা করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দুপুরে ওই কিশোরের লাশ বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। পরে তাঁদের উপস্থিতিতে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার বলেন, নিহত কিশোরের লাশ বিএসএফের মাধ্যমে দুপুরের দিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসে বিজিবি। পরে তাঁদের উপস্থিতিতে লাশ ওই কিশোরের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী সোনাতনপুঞ্জি এলাকার ১৩১২-৮ পিলারের পাশে ভারতের ভেতরে ওই কিশোরের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। নিহত মাসুম কানাইঘাট উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ পশ্চিম ইউপির সোনাতনপুঞ্জি গ্রামের নুরুল হকের ছেলে। স্বজনেরা জানান, গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে কানাইঘাটের সীমান্তবর্তী বাদশা বাজারে গিয়েছিল সে। এর পর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ওই স্থানে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে বাংলাদেশের বাসিন্দাদের জানান ভারতের বাসিন্দারা। খবর পেয়ে বাংলাদেশের অংশ থেকে লাশটি দেখে শনাক্ত করেন মাসুমের স্বজনেরা।

বড়লেখায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে উত্তেজনা, পুলিশের লাঠিচার্জ

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় কমিটি বিলুপ্তের জেরে ছাত্রলীগের দুইগ্রুপ পৌরশহরে পালটাপালটি অবস্থান নেয়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় পুলিশ ছাত্রলীগের উভয়পক্ষকে সরিয়ে দেয়।

তবে ছাত্রলীগের একাংশের অভিযোগ, মিছিলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। এতে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা আহতও হয়েছেন। গত রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বড়লেখা পৌরশহরে এই ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে ছাত্রলীগের দুইগ্রুপের নেতারা পালটাপালটি বক্তব্য দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমীরুল হোসেন চৌধুরী (আমীন) ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বড়লেখা উপজেলা, পৌর, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্তঘোষণা করে। পাশাপাশি গেল ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যেজেলা ছাত্রলীগ বরাবরে পদ প্রত্যাশীদের জীবন বৃত্তান্তও আহ্বান করা হয়। এদিকে কমিটি বিলুপ্তির প্রতিবাদে গত শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বড়লেখা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জুনেদ আহমদের নেতৃত্বে বড়লেখা উপজেলা, পৌর, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে পৌর শহরের উত্তর বাজারের ডাকবাংলো এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ করে।

অন্যদিকে রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ছাত্রলীগের 'মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি' বিলুপ্ত করায় জেলা ছাত্রলীগকে অভিনন্দন জানিয়ে বড়লেখা পৌরসভা সামনে থেকে সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (বিলুপ্ত কমিটি) তাওহিদুল ইসলাম ফরহাদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একাংশ আনন্দ মিছিলের প্রস্তুতি নেয়। এসময় উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জুনেদ আহমদের নেতৃত্বে উপজেলা ছাত্রলীগের (বিলুপ্ত কমিটি) অপর গ্রুপ পৌরশহরের ডাকবাংলো এলাকায় পালটা অবস্থান নেয়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ ও বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সঞ্জয় চক্রবর্তী ছাত্রলীগের দুইগ্রুপকে বুঝিয়ে সরে যেতে অনুরোধ করেন। তখন মিছিল শুরু করলে পুলিশের সঙ্গে (তাওহিদুল ইসলাম ফরহাদের গ্রুপের) ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি-বাকবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। মিছিলে বড়লেখা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ রফিকুল ইসলাম সুন্দর, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আইনজীবী জিল্লুর রহমান, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আছকির আলী, সাবেক উপজেলা যুবলীগের অর্থ সম্পাদক সামছুল ইসলাম টুকু, বড়লেখা পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রেহান পারভেজ অংশ

নেন। পরে মিছিল করতে না পেরে মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কটূক্তির প্রতিবাদে পিসি মডেল উচ্চ মাঠে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (বিলুপ্ত কমিটি) তাওহিদুল ইসলাম ফরহাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যঞ্জদেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ রফিকুল ইসলাম সুন্দর।

অপরদিকে বড়লেখা পৌরশহরের ডাকবাংলো এলাকায় বড়লেখা উপজেলা ছাত্রলীগের (বিলুপ্ত কমিটি) সভাপতি ইমরান হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জুনেদ আহমদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যঞ্জদেন বড়লেখা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বড়লেখা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছালেহ আহমদ জুয়েল। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বড়লেখা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জালাল আহমদ, বড়লেখা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমদ, বড়লেখা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি ময়নুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সুমন আহমদ, উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাকের আহমদ ও পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি আলী হোসেন, বড়লেখা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের (বিলুপ্ত কমিটি) সাধারণ সম্পাদক তাওহিদুল ইসলাম ফরহাদ রোববার রাত আটটায় মুঠোফোনে বলেন, 'আজকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলের আয়োজন করেছিলাম। মূলত উপজেলা,পৌর ও সরকারি কলেজ ছাত্রলীগেঞ্জ 'মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি' বিলুপ্ত করায় জেলা ছাত্রলীগকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদককে কটূক্তির প্রতিবাদে আমরা মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করি।ঞ্জ মিছিল চলাকালে পুলিশ আমাদের বাধা দিয়েছে। আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। এতে আমাদের কয়েকজনের হাত কেটে গেছে।ঞ্জ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।' পুলিশের বাধা দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তারাঞ্জ (ছাত্রলীগের অপর গ্রুপ) অন্যপাশে লাটিসোটা নিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। পুলিশ আমাদের পেশার দিচ্ছে মিছিল না করতে। আমার বাড়ির সামনেও পুলিশ অবস্থান নিয়েছে।'

উপজেলা ছাত্রলীগের (বিলুপ্ত কমিটি) সাধারণ সম্পাদক জুনেদ আহমদ বলেন, 'আজকে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়-এমন কয়েকজন পৌরশহরে মিছিল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে তারা মিছিলের আয়োজন করে। বিষয়টি শুনে আমরা পৌরশহরে অবস্থান নিই। মিছিলে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের বেশিরভাগই বখাটে। এমনকি মাদক কারবারিরাও ছিল। পরে পুলিশ আমাদের সরে যেতে অনুরোধ করেছে। আমরা ডাকবাংলোর সামনে অবস্থান করেছি।'

বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ শহরের পৃথক দুটি স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। এতে উভয়গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দুইগ্রুপ মুখোমুখি হলে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় দুইগ্রুপকে সরিয়ে দিয়েছি। লাঠিচার্জের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ওসমানী বিমানবন্দর উন্নয়নকাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ বিমানমন্ত্রীর

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও বিমানবন্দরে চলমান উন্নয়নকাজ পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান। এ সময় তিনি বিমানবন্দরে চলমান উন্নয়নকাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

গত মঙ্গলাবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সিলেট সফরকালে তিনি ওসমানী বিমানবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিদ্যমান টার্মিনাল ভবনের সুযোগ-সুবিধা, রানওয়ে ও নির্মিতব্য টার্মিনাল ভবন, কন্ট্রোল টাওয়ার, প্রশাসনিক ভবন, কার্গো ভবনসহ চলমান উন্নয়ন কর্মকা– পরিদর্শন করেন।

এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক মো. আনিসুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী চলামান উন্নয়নকাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সরজমিনে অবহিত হন। এ সময় তিনি গুণগত মান ঠিক রেখে কাজের গতি বাড়িয়ে প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় ডিসেম্বর-২০২৫ এর মধ্যেই উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে জোর নির্দেশনা দেন।

উল্লেখ্য, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪৫১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রানওয়ে শক্তিশালী করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ২ হাজার ৩০৯ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে। উন্নয়নকাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর এই বিমানবন্দর ব্যবহারকারী সকল যাত্রী আন্তর্জাতিক মানের সেবা পাবেন।

বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী সিলেটে অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পর্যটন মোটেল পরিদর্শন করেন। পরে শহরের জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে তিনি হজরত শাহজালাল (র.) এঁর মাজার জিয়ারত করেন।

এ ছাড়া, মন্ত্রী দেশ ফাউন্ডেশন-ইউকে কর্তৃক সিলেট সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত 'টুরিজম ফর বিল্ডিং স্মার্ট বাংলাদেশ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি ফর এনআরবিস' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান

মার্কিন বিমানসেনার আত্মাহুতি

তিনি এয়ার ফোর্সের একজন সক্রিয় সদস্য।
টেক্সাসের সান অ্যান্টোনিওর বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির নাম অ্যারন বুশনেল বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এদিকে এক বিবৃতিতে ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই ব্যক্তির সাথে দূতাবাসের কোনো কর্মীর পরিচয় বা সম্পর্ক নেই।
ঘটনার সময় দূতাবাসের কাছেই একটি গাড়ি রাখা ছিল। গাড়িটিতে বোমা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।
পরে বোমা নিষক্রিয়কারী ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িটিতে তল্লাশি চালায়। যদিও গাড়িতে বিপজ্জনক কোনো কিছুই পাওয়া যায়নি।
ইসরাইলি দূতাবাসের একজন মুখপাত্র মার্কিন গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসকে নিশ্চিত করেছেন যে, এ ঘটনায় তাদের কোনো কর্মী আহত হয়নি। তবে ঘটনার পর দূতাবাস এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গাজায় এ পর্যন্ত ৩০ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু।

টোরি নেতাদের মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্যে তোলপাড়

ডেপুটি চেয়ার লী অ্যাণ্ডারসনের করা বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের পর বৃটেনের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ সংস্থা মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন (এমসিবি) টোরি পার্টির ভেতরকার "কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া" তদন্তের দাবী জানিয়েছে। কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারকে দেয়া এক চিঠিতে এমসিবি এই দাবী জানিয়েছে বলে দ্যা গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেছে।
মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন (এমসিবি) কনজারভেটিভ চেয়ার রিচার্ড হোলডেনকে দেয়া চিঠিতে বলেছে যে, পার্টির নেতৃত্ব পর্যায় থেকে শুরু বিপুল পরিমাণ সদস্যদের দ্বারা ইসলামফোবিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহ্য করা হয় এবং গ্রহণযোগ্য হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।
এমসিবির সেক্রেটারি জেনারেল জারা মোহাম্মদ লিখেছেন যে, এই সপ্তাহে টোরি পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের "মুসলিম বিদ্বেষী" মন্তব্য এবং "ইসলামোফোবিয়া" চর্চার বিষয়টি জনসাধারণ ব্যাপকভাবে দেখতে পেয়েছেন। চিঠিতে টোরি পার্টির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস, সাবেক হোম সেক্রেটারি সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান ও প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ার লী অ্যাণ্ডারসনের করা বিদ্বেষমূলক মন্তব্যগুলি তুলে ধরা হয়।
উল্লেখ্য, ডেইলি টেলিগ্রাফে এক নিবন্ধে সাবেক হোম সেক্রেটারি ব্র্যাভারম্যান লিখেছেন "ইসলামবাদীরা বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন এবং ইসলাপন্থীদের জন্য ভীতিতে রয়েছেন বলে মন্তব্য করা হয়। জিবি নিউজে লী অ্যাণ্ডারসন মন্তব্য করেন যে, লণ্ডন মেয়র সাদিক খান "ইসলামবাদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন।" তবে অ্যাণ্ডারসন তার এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করার পর কনজারভেটিভ পার্টির হুইপ তুলে নেয়া হয়। এছাড়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস সম্প্রতি অতি-ডানপন্থী ভাষ্যকার স্টিভ ব্যাননের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে একটি "উগ্রপন্থী জিহাদী দল" কাউকে সংসদে পাঠাতে পারে এবং ব্যানন যখন চরম ডানপন্থী ব্যক্তিত্ব টমি রবিনসনকে "নায়ক" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন তখন তিনি নীরব ছিলেন।
টাওয়ার হ্যামলেটস নিয়ে মন্তব্যের পর
ক্ষমা চাইলেন পল স্ক্যালি এমপি
এদিকে, টাওয়ার হ্যামলেটস এবং বার্মিংহামের কিছু এলাকা নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে চরম সমালোচনার জন্য দেন টোরি এমপি ও সাবেক লণ্ডন মিনিস্টার পল স্ক্যালি। এই এমপি টাওয়ার হ্যামলেটস এবং বার্মিংহামের স্পার্কহীল এলাকাকে "নো-গো এলাকা" দাবী করেন। পরে অবশ্য তীব্র সমালোচনার মুখে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন। পল স্ক্যালির এমন বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বেথনাল গ্রীন এণ্ড বো আসনের এমপি রোশনারা আলী, পপলার এণ্ড লাইমহাউজের এমপি আপসানা বেগম এবং বার্মিংহাম ইয়ার্ডলির এমপি জেস ফিলিপস।

কেয়ার ভিসার অভিবাসীরা পরিবার আনতে পারবেন না

ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিয়মটি প্রযোজ্য হবে।
ব্রিটিশ সরকার বলেছে, এই পদক্ষেপ সরকারের অভিবাসনের হার কমানোর পরিকল্পনার অংশ। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি গত সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিবাসন নিয়ে এ সংক্রান্ত পরিবর্তনের ঘোষণা দেন। তবে তিনি নীতিটি প্রথমবারের মতো ঘোষণা করেছিলেন গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, "এই পদক্ষেপটি ব্রিটিশ অভিবাসনের সংখ্যা হ্রাস করার পরিকল্পনার অংশ।"
আগের নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে কেয়ার ভিসায় আসা ব্যক্তিরা তাদের স্বামী কিংবা স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে আসতে পারতেন। তবে ১১ মার্চ থেকে পরিবারের সদস্যদের স্পন্সর করতে বেশ কিছু অতিরিক্ত আয়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যুক্ত করা হবে। যা পূরণ করা অভিবাসীদের জন্য কার্যত অসম্ভব হবে।
নতুন পরিবর্তনগুলো প্রবর্তনের পেছনে যুক্তরাজ্য সরকার জানায়, বর্তমানে ব্রিটেনে অভিবাসনের হার অনেক বেশি। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, আশ্রয়প্রার্থী এবং বিভিন্ন মানবিক প্রকল্প ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসীদের সামগ্রিক সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে কেয়ার ভিসায় আসা ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা।
যুক্তরাজ্য সরকারের মতে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক লাখ কেয়ার কর্মী এবং তাদের পরিবারের এক লাখ ২০ হাজার সদস্য এসেছেন। বৈধ অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী টম পার্সগ্লোভ চলতি সপ্তাহে বলেন, এই সংখ্যা 'অসমানুপাতিক' এবং নিঃসন্দেহে 'উদ্বেগজনক'।
অন্যদিকে, অভিবাসী সহায়তাকারী এনজিও এবং দাতব্য সংস্থাগুলো বলেছে, বিদেশি পরিচর্যা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের তাদের সঙ্গে যোগদান করতে বাধা দেওয়া 'অমানবিক' এবং এর ফলে কর্মীরা মানসিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়বে।
সরকারের এই পরিবর্তন ঘোষণার পর ওয়ার্ক রাইটস সেন্টারের প্রধান ডোরা-অলিভিয়া ভিকোল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমকে বলেন, অভিবাসী শ্রমিকরা ইতিমধ্যে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাস করছে। নতুন উদ্যোগের অর্জন হবে পরিবার ভেঙে দেওয়া, কর্মীদের ভয়ে রাখা এবং পারস্পারিক বিশ্বাস নষ্ট করা।
চলতি সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে বিরোধীরা বলেছেন, এই পদক্ষেপ ব্রিটিশ অর্থনীতির ক্ষতি করতে পারে। কেয়ার সেক্টরগুলো কর্মী ঘাটতিতে ভুগছে। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বলেছেন, নতুন নিষেধাজ্ঞাটি সংকটে থাকা খাতে প্রয়োজনীয় অভিবাসী শ্রমিকদের আসতে বাধা দেবে।
স্কটিশ দৈনিক দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, সোশ্যাল কেয়ার খাতের নিয়োগকর্তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তারা বিদেশি কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ পাবলিক সেক্টর ইউনিয়নের প্রধান গেভিন এডওয়ার্ডস বলেন, পরিচর্যা কোম্পানিগুলো অভিবাসীদের ছাড়া সহজভাবে কাজ করতে পারে না।
যা জেনে রাখা উচিত : নতুন পরিবর্তনের অর্থ হল, যারা চলতি বছরের ১১ মার্চ থেকে যুক্তরাজ্যে আসবেন তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসতে পারবেন না। তবে ইতিমধ্যে যারা যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন তাদের পরিবারের সদস্য আনার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এই ভিসায় কর্মী আনতে শুধুমাত্র সেসব কোম্পানি স্পন্সর করতে পারবে যারা ব্রিটিশ কেয়ার কোয়ালিটি কমিশনে নিবন্ধিত।
সম্প্রতি স্কিলড ওয়ার্কার ভিসার পরিবর্তিত বেতন কাঠামোর শর্তগুলো এই স্বাস্থ্য এবং কেয়ার ভিসার জন্য প্রযোজ্য হবে না। বিস্তারিত ব্রিটিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা এনএইচএস সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তাদের জন্য নিবেদিত ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
সূত্র: ইনফোমাইগ্রেন্টস

কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়িয়ে নির্বাচনী

ক্যাবিনেট মেম্বার সাঈদ আহমদ বলেছেন, নিম্নআয়ের পরিবারগুলোকে রক্ষায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন মেয়র লুৎফুর রহমান। তিনি দাবী করেন, কাউন্সিল ট্যাক্স মোটেই ৫ পার্সেন্ট বাড়ছে না। এটা ভুল বলা হচ্ছে। সরকার নির্দেশিত এবং সকল কাউন্সিলের জন্য জরুরী সোশ্যাল কেয়ার-এ প্রতি পরিবারে ২% কন্ট্রিবিউশন বাড়বে, যা কাউন্সিল ট্যাক্স নয়। আর আয় ৪৯,৫০০ পাউণ্ডের কম হলে কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়বে না।
সংবাদ সম্মেলনে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়, পূর্ববর্তী লেবার প্রশাসন একটি সুস্থ আর্থিক অবস্থায় কাউন্সিল রেখে গিয়েছিল। মেয়র যদি রিজার্ভ থেকে এত বেশি টাকা তুলে না নিতেন এবং কাউন্সিলের ব্যয় এত না বাড়াতেন তাহলে তাকে বাসিন্দাদেরকে আরও ট্যাক্স দিতে বলতে হতো না।
বার্ষিক ৪.৯৯% ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে, একটি গড় 'ব্যাণ্ড ডি' সম্পত্তির মালিককে তিন বছরে অতিরিক্ত ৫১৭.৭১ ট্যাক্স দিতে হবে।
কিছু বাসিন্দার জন্য, উপরের ট্যাক্স বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাড়া ৭.৭% বৃদ্ধি পাবে, এবং বিভিন্ন ফি ও চার্জও বৃদ্ধি পাবে (যেমন পার্কিং, সুবিধা ভাড়া, বিয়ে ইত্যাদি)।
আমরা শিক্ষা বৃত্তি বৃদ্ধি এবং বাঙালি মহিলা কেন্দ্রে মূলধন বিনিয়োগের মতো ইতিবাচক পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করি।
তবে, আমরা বিশ্বাস করি না যে বর্তমানে বাসিন্দারা যে সমস্যাগুলোর সাথে লড়াই করছেন তার জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা রয়েছে। যেমন: হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের জন্য সহায়তা, হোমকেয়ার, খাদ্য দারিদ্র্য, কমিউনিটি পরামর্শ ও জ্বালানি দারিদ্র্য।
লিখিত বক্তব্যে লেবার গ্রুপের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে:
কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি কমিয়ে ১.৫% করা এবং সোশ্যাল কেয়ার প্রিসেপ্টে ২% বৃদ্ধি কভার করার জন্য কাউন্সিল ট্যাক্স রিলিফ স্কিম প্রসারিত করা।
সামাজিক নিরাপত্তা কর্তন এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সহায়তার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি অ্যাডভাইস নেটওয়ার্ককে এককালীন তহবিল হিসেবে আইনি সেবার জন্য বরাদ্দকৃত ১০০,০০০ পুনঃবিনিয়োগ করা।
সোশ্যাল কেয়ারের জন্য ২৪ জানুয়ারী ২০২৪-এ ঘোষিত ৫০০ মিলিয়ন অতিরিক্ত তহবিলের মধ্যে এর অংশটি ব্যবহার করে বাজেটে অতিরিক্ত সামাজিক যত্ন খরচ কভার করা এবং ২০২৪/২৫ এ সাধারণ তহবিল থেকে ৩ মিলিয়ন অর্থ টাওয়ার হ্যামলেটস-এর দরিদ্রতম বাসিন্দাদের জন্য দারিদ্র্য-বিরোধী সহায়তা তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা। সরকারের ২০২৩/২৪ হাউসহোল্ড সাপোর্ট ফাণ্ডের ব্যবহারের মতো করে এই তহবিল ব্যবহৃত হবে।
হোমকেয়ার চার্জ নির্ধারণে ব্যবহৃত স্ট্যাণ্ডার্ড ইউটিলিটিস অ্যালাউন্স সাপ্তাহিক ৫ থেকে ১৫ করে মোট ২৫০,০০০ সংযোজন করা।
বিবেচনামূলক হাউজিং পেমেন্ট তহবিলকে ২০২১/২২ এর সমান স্তরে শর্টফলের সম্মুখীন হওয়া আরও ভাড়াটিয়াদের সহায়তা করার জন্য ২৫০,০০০ অর্থ বরাদ্দ করা।
টাওয়ার হ্যামলেটসে ২০২২/২৩ সালে চালু থাকা স্বেচ্ছাসেবী ফুড-ব্যাংকগুলিকে এককালীন অনুদান প্রদানের জন্য মোট ১৫০,০০০ অর্থ বরাদ্দ করা ইত্যাদি।
তবে লেবার গ্রুপের বক্তব্য প্রত্যাখান করে ফাইন্যান্স কেবিনেট মেম্বার সাইদ আহমদ বলছেন, কাউন্সিল ট্যাক্স মোটেই ৫% বাড়ছে না। এটা ভুল বলা হচ্ছে। সরকার নির্দেশিত এবং সকল কাউন্সিলের জন্য জরুরী সোশ্যাল কেয়ার-এ প্রতি পরিবারে ২% কন্ট্রিবিউশন বাড়বে, যা কাউন্সিল ট্যাক্স নয়। তারপরও পরিবারের আয় ৪৯,৫০০ পাউণ্ডের কম হলে কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়বে না।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

প্রথমবারের মতো 'ফ্রি রোমিং সুবিধা নিয়ে এলো ইউকে টেল

প্রথমবারের মতো 'ফ্রি রোমিং' সুবিধায় বাংলাদেশে কল করার সুযোগ নিয়ে এসেছে ব্রিটিশ টেলি কমিউনিকেশন কোম্পানি 'ইউকে টেল'। মোবাইল সিম, ই-সিম অথবা ট্রাভেল ই-সিম ব্যবহার করে গ্রাহকরা বাংলাদেশে সরাসরি ইনকামিং ও আউটগোয়িং কল ফ্রি-তে করতে পারবেন। অর্থাৎ, গ্রাহকরা বাংলাদেশেও এই সিম ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে বা বহির্বিশ্বে সরাসরি ফ্রি কল করার সুবিধা পাবেন। বিশ্বের যে কোনো দেশে থেকে ইউকে-টেল অ্যাপসের মাধ্যমে ই-সিম ব্যবহার করে যে কেউই রোমিং ফ্রি কলের সুবিধা নিতে পারেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন ইউকে টেল-এর কর্ণধার মোহাম্মদ ইবরাহীম। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে পরিচয় করিয়ে দেন চ্যানেল এস এর হড অব প্রোগ্রামস ফারহান মাসুদ খান।
জনাব ইব্রাহিম বলেন, বিশ্বের ১৪৬ টি দেশে ফ্রি রোমিং সুবিধা সম্পন্ন ইউকে টেল যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গ্রাহকদের নিয়মিত সেবার জন্য ফ্রি কল, ডেটা এবং মেসেজিং সার্ভিসসহ নানা ধরণের সার্ভিস অফার করছে। উদ্ভাবনী আইডিয়া, কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা, এবং টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সংকল্প নিয়ে মোবাইল জগতে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজারে আসা ইউকে টেল কাস্টমার সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ইউকে টেল-এর কর্ণধার মোহাম্মদ ইবরাহীম বলেন, প্রতিবছর নিজের অজান্তেই রোমিং সেবা নিয়ে গ্রাহকরা মিলিয়ন মিলিয়ন পাউণ্ড বিল প্রদান করেন। রোমিং সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় অন্যান্য মোবাইল কোম্পানিগুলি এ সুযোগ নিয়ে গ্রাহকদের অতিরিক্ত বিল করে থাকে। যন্ত্রণার এ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সন্মানিত গ্রাহকদের মুক্ত করতেই ইউকে টেল ফ্রি রোমিং সুবিধা নিয়ে এসেছে। এখন থেকে আমাদের কোনো গ্রাহক বাংলাদেশ থেকে আসার পর অহেতুক বিশাল মোবাইল বিলের সম্মুখীন হবেন না।
ইউকে টেল ব্যবহারের বিভিন্ন সুবিধা বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর ১৪৬টি দেশে রোমিং ফ্রি সুবিধা দিচ্ছে ইউকে টেল, অর্থাৎ আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির ভাই বোনেরা হলিডেতে মিডল ইস্টের দুবাই বা এশিয়ার দেশগুলি অথবা আমেরিকা, কানাডাতে ভ্রমণে গেলেও এ রোমিং ফ্রি সিম ব্যবহার করতে পারবেন। পবিত্র ওমরাহ বা হজ্জ পালনের সময় সিম ব্যবহার করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় হাজীদের অনেক সময়ক্ষেপণ বা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।
এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ও নির্বিঘ্নে হজ্জ পালনের বিষয় উল্লেখ করে মোহাম্মদ ইবরাহীম হাজীদের জন্য ইউকে টেল সিম ব্যবহারের সুবিধার কথা বর্ণনা করে বলেন, পবিত্র হজ্জ বা ওমরাহ পালন করার সময় মোবাইল সংযোগ পেতে বিভিন্ন ধরণের আইডি প্রদান করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে ইউকে টেল সিম এ সমস্যার একমাত্র সমাধান, যেহেতু সৌদির অভ্যন্তরেও ফ্রি রোমিং সুবিধা নিয়ে এ সিম ব্যবহার করা যায়। পুরো যুক্তরাজ্য ও বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ইউকে টেল এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। গ্রাহকদের কাছে এর সেবা আরো কাছাকাছি পৌঁছে দিতে যুক্তরাজ্যব্যাপী এজেন্ট নিয়োগ চলছে। আগ্রহীরা ০২০ ৪৫২০ ৯১৯১ নম্বরে ফোন করে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।

গাজায় ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার

এক টুকরো খাবারের আশায় মাইলের পর মাইল হাঁটছে শিশুরা

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : মৃত্যুপুরী গাজায় ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। প্রতিদিন এক টুকরো খাবারের আশায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়ায় অসংখ্য শিশু। কখনো উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী শিবিরে। কখনো আবার রাস্তার ধারে। কেউ কেউ আবার ঘুরে বেড়ায় হাসপাতালের দুয়ারে দুয়ারে। এক টুকরো খাবার পেলেই পরিতৃপ্তিতে ছুটে যায় নিজ পরিবারের কাছে। এরপর ভাগাভাগি করে খায় ওই খাবার। পরিবার বাঁচাতে খাবার সন্ধানে এভাবেই প্রতিনিয়ত ছুটছে গাজার শিশুরা।

১১ বছর বয়সি মোহাম্মদ জোরাবও তাদের মধ্যে একজন। প্রতিদিন সকাল হলেই প্লাস্টিকের বাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে। দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরের অলিগলি খুঁজে বেড়ায় এক টুকরো খাবার। কখনো প্রতিযোগিতার লাইন ধরে। কখনো আবার খাবার না পাওয়ার ভয়ে লাইন ভেঙে অন্যদের টপকিয়ে খাবার সংগ্রহের আশায় থাকে। বিবিসি।

বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে বড় জোরাব। বাবা, ভাই-বোন আর অসুস্থ মাকে নিয়ে তার পরিবার। প্লাস্টিক এবং টারপলিন দিয়ে ঘেরা একটি অস্থায়ী ঘরে তাদের বসবাস। ইসরাইলের নৃশংস হামলার ভয়ে গাজার উত্তর থেকে পালিয়ে দক্ষিণের রাফাহ শহরে আশ্রয় নিয়েছে। জোরাব ফিলিস্তিনের হাজারো শিশুর মধ্যে একজন, যারা তাদের পরিবারের জন্য প্রাথমিক খাদ্য সংগ্রহকারী হয়ে উঠেছে। জোরাব যখন খাবার নিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসে তখন পরিবারের বাকি সদস্যরা খুশি হয়। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে খায় ওই খাবার।

তবে কখনো কখনো খালি হাতে ফিরতে হয় বলে অনেক দুঃখ প্রকাশ করে জোরাব। গাজার ছোট ছোট অনেক বাচ্চারা খাবার সংগ্রহ করে সে খাবার তুলে দিচ্ছে পরিবারের স্বজনদের মুখে। অনেকে খাবারের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ায়। একটু খাবারের আশায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সোমবার বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গাজার জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে।

জাতিসংঘের (ইউএন) বক্তব্য, ‘গাজাবাসীর জন্য প্রতিদিন ৫শ ট্রাক সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু উপত্যকার কোথাও তা নেই। গড়ে প্রতিদিন আসছে মাত্র ৯০ ট্রাক।’ উত্তর গাজার পরিস্থিতি বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় গাজা উপত্যকায় এখন দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে। উদ্বাস্তু পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে তাদের সন্তানদের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার সংগ্রহ করাচ্ছে। কোনো কোনো দিন মিলছে না একটু খাবারও। ফলে কাটাতে হচ্ছে ক্ষুধায় নিমজ্জিত ভয়ংকর এক জীবন।

বুরকিনা ফাসোতে মসজিদ ও গির্জায় হামলা, বহু হতাহত

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে একটি মসজিদে হামলায় কয়েক ডজন মুসলমান নিহত হয়েছেন। রোববার এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে বলে সোমবার এএফপিকে জানিয়েছে স্থানীয় ও নিরাপত্তা সূত্র।

একটি নিরাপত্তা সূত্র সংবাদ সংস্থাটিকে আরও জানিয়েছে, এদিন ভোর ৫টার দিকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা পূর্ব বুরকিনা ফাসোর নাটিয়াবোনির একটি মসজিদে হামলা চালায়। যার কারণে নিহত হন কয়েক ডজন মানুষ।

একজন স্থানীয় বাসিন্দা টেলিফোনে এএফপিকে বলেছেন, ‘হতাহতরা সবাই মুসলমান আর তাদের অধিকাংশই পুরুষ।’ হতাহতরা সকলে ফজরের নামাজ পড়তে এসেছিলেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অন্য একটি স্থানীয় সূত্র জানায়, ‘সন্ত্রাসীরা ভোরে শহরে প্রবেশ করে। এরপরই মসজিদটিকে ঘিরে ফেলে তারা নামাজরতদের উপর গুলি চালায়’। এ সময় মসজিদের ইমামসহ বেশ কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

মসজিদে হামলার একইদিনে উত্তর বুরকিনা ফাসোতে একটি ক্যাথলিক গির্জায় আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই হামলায় অন্তত ১৫ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও দু’জন। গির্জার একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ডোরি ডায়োসিসের ভিকার জিন-পিয়েরে সাওয়াদোগো এক বিবৃতিতে বলেছেন, এদিন এসসাকানে গ্রামের এই গির্জায় ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা প্রার্থনার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। সেসময় এই ‘সন্ত্রাসী হামলা’র ঘটনা ঘটে।

সোমবার পোপ ফ্রান্সিস ‘এই ক্যাথলিক গির্জায় মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হামলার’ নিন্দা জানিয়েছেন।

নাতিয়াবোয়ানি হলো একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়; যা বুরকিনার পূর্বাঞ্চলের প্রধান শহর ফাদা এন’গৌরমা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার (৩৭ মাইল) দক্ষিণে। ২০১৮ সাল থেকে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী এই গ্রামটিকে নিয়মতি আক্রমণ করে আসছে।

এসসাকানে গ্রামটি বুর্কিনা ফাসো, মালি এবং নাইজারের সাধারণ সীমান্তের কাছে দেশের উত্তর-পূর্বে ‘তিন সীমান্ত’ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত।

রাখাইনে আরেক ঘাঁটি হারাল জান্তা

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : রাখাইনে আরেক ঘাঁটি হারাল জান্তা। বৃহস্পতিবার এ রাজ্যের পোন্নাগিউন শহরে জান্তা নিয়ন্ত্রিত পুলিশের মায়োমা ফাঁড়ি দখলে নিয়েছে দেশটির জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। শহর থেকে শুরু করে ঘাঁটিসহ রাখাইনের সদর দপ্তর, সবই হারাতে বসেছে জান্তা। বিদ্রোহীদের অভিযানে একবারে নুয়ে পড়েছে।

ফুরিয়ে আসছে ক্ষমতার মেয়াদও। শিগগিরই জান্তামুক্ত হবে রাখাইন মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে রীতিমতো এমন ঘোষণাও দিয়েছে দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স। সে হিসাবে রাখাইনে জান্তাদের মেয়াদ আর মাত্র তিন দিন! নারিনজারা নিউজ, দ্য ইরাবতী।

বর্তমানে আরাকান যোদ্ধারা রাখাইনের ৫৫০তম হালকা পদাতিক ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে কৌশলগত যুদ্ধে নিযুক্ত রয়েছে। রাজধানী সিতওয়ে শহর থেকে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত পোন্নাগিউনের একমাত্র ব্যাটালিয়ন। আরাকান আর্মির একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যোদ্ধারা রাখাইন রাজ্যের রাথেদাউং, বুথিডাং, মংডু এবং পোন্নাগিউন টাউনশিপে সামরিক ক্যাম্প, কৌশলগত অপারেশন কমান্ড ঘাঁটি, ব্যাটালিয়ন এবং ডিভিশন সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে কৌশলগত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জান্তা ক্যাম্প সম্পূর্ণ দখল করার জন্য অবিরাম আক্রমণ করছে।

যোদ্ধারা মিনবিয়া টাউনশিপের অধীনে কান্নি গ্রামের কাছে ৯ নম্বর অ্যাডভান্স ট্রেনিং স্কুলের বিরুদ্ধেও লড়াই করছে। আরাকান আর্মির যোদ্ধারা বিভিন্ন অপারেশনাল লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। অবশিষ্ট শিবিরগুলো দখল করার প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে।

এদিকে শুক্রবার বিকাল ৫টার (স্থানীয় সময়) দিকে জান্তা জেট ফাইটার এবং ওয়াই ১২ বিমান ব্যবহার করে রাখাইনের রামরি এলাকায় বিমান হামলা চালায়। এরপর রাত ৯টার দিকে (স্থানীয় সময়) রামরি শহরে পাইন চাউংগি গ্রামের কাছে কালাইন তাউং নদীতে বিদ্রোহী যোদ্ধা এবং সেনা বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ গুলি বিনিময় হয়।

এ সময় আরাকান আর্মি শক্তিবৃদ্ধি বহনকারী জান্তার নৌবাহিনীর বার্জে আক্রমণ শুরু করে। ধোঁয়া নির্গত আর্টিলারি শেল দিয়ে বার্জটিতে আঘাত করায় এটি পিছু হটে। সংঘর্ষের সময় জান্তা ওয়াই-১২ সামরিক বিমান দিয়ে বিমান হামলা চালায়।

বারবার রামরি শহরকে ধ্বংস করার চেষ্টায় বোমা বর্ষণ করে। আরাকান আর্মির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, এক ঘণ্টার তীব্র লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীদের আর্টিলারি শেল দিয়ে আঘাত হানায় নৌবাহিনীর বার্জটি ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করে এবং অবশেষে পিছু হটে।

গাজায় নিহত শিশু ও নারীর সংখ্যা ইউক্রেন যুদ্ধের ৬ গুণ

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : গাজায় ইসরাইলি হামলায় ১২ হাজার ৬৬০ শিশু ও ৮ হাজার ৫৭০ জন নারী নিহত হয়েছেন, যা সম্মিলিতভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত নারী ও শিশুর সংখ্যার চেয়ে অন্তত ৬ গুণ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দুই বছর পূর্তিতে গাজার হামাস সরকারের বরাত দিয়ে শুক্রবার এ খবর দিয়েছে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরাইলি হামলার পর থেকে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটিতে ২৯ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ হাজার ৬৬০ শিশু ও ৮ হাজার ৫৭০ জনই নারী। এই সময়ে আহত হয়েছে আরও অন্তত সাড়ে ৬৯ হাজার ফিলিস্তিনি। যাদের ৭০ শতাংশেরও বেশি শিশু ও নারী।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ মিশনের (এইচআরএমএমইউ) তথ্যমতে, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া-ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ১০ হাজার ৩৭৮ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৯ হাজার ৬৩২ জন। নিহতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৫৭৯ জন এবং নারী ২ হাজার ৯৯২ জন।

দুদেশের এই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গাজায় ১৪০ দিনে ইসরাইল যে পরিমাণ ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীকে হত্যা করেছে, তা দুই বছরে ইউক্রেন রুশ হামলায় নিহত নারী ও শিশুর সংখ্যার চেয়ে অন্তত ৬ গুণ।

শিরক সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা

জাফর আহমাদ

‘সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ।’ (সূরা আহকাফ-৫)

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্যদের ডাকে, তাদের কাছে নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে, কিংবা তাদের কাছে দোয়া করে, অথচ তাদের আদৌ কোনো শক্তি ও কর্তৃত্ব নেই যে, তার আবেদনে কোনো প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক জবাব দেবে বা এ ব্যাপারে বাস্তব কোনো তৎপরতা চালাতে সক্ষম হবে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা জবাব দিতে পারবে না। যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী আছে ততদিন পর্যন্ত ব্যাপারটি স্থির থাকবে। অর্থাৎ সেসব উপাস্যের কাছ থেকে তাদের আবেদনের কোনো প্রকার জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন কিয়ামত হবে তখন ব্যাপারটি আরো অগ্রসর হয়ে এই দাঁড়াবে যে, সেসব উপাস্য উলটো এসব উপাসনাকারীদের দুশমন হয়ে যাবে। পরের আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে, এসব আহ্বানকারীর আহ্বান আদৌ তাদের কাছে পৌঁছে না। না তারা নিজের কানে তা শোনে, না অন্য কোনো সূত্রে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে, পৃথিবীতে কেউ তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহর এ বাণীকে আরো পরিষ্কার করে এভাবে বুঝুন : সারা পৃথিবীর মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তার কাছে প্রার্থনা করছে তারা তিন ভাগে বিভক্ত। এক. প্রাণহীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীন সৃষ্টি; দুই. অতীতের বুজুর্গ মানুষ; তিন. সেসব পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরাও নষ্ট ছিল এবং অন্যদেরও নষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিল। প্রথম প্রকারের উপাস্যদের তাদের উপাসনাকারীদের উপাসনা সম্পর্কে অনবহিত থাকা সুস্পষ্ট। এরপর থাকে দ্বিতীয় প্রকারের উপাস্য যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী মানুষ। এদের অনবহিত থাকার কারণ দুটো। একটি কারণ হচ্ছে- তারা আল্লাহর কাছে এমন একটি জগতে আছে যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছায় না। আরেকটি কারণ হচ্ছে- সারা জীবন যারা মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন তারাই এখন উলটো তাদের কাছে প্রার্থনা করার জন্য মানুষকে বলবে।

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা তাদের কাছে এ খবর পৌঁছিয়ে দেন না। কারণ, তাদের কাছে এই খবরের চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর সেই নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়া কখনো পছন্দ করেন না। এরপর তৃতীয় প্রকারের উপাস্যদের সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, তাদের অনবহিত থাকারও দু’টি কারণ। একটি কারণ হচ্ছে- তারা আল্লাহর কাছে অপরাধী হিসেবে বিচারের অপেক্ষায় বন্দী। সেখানে দুনিয়ার কোনো আবেদন-নিবেদন পৌঁছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারাও তাদের এ খবর দেন না যে, পৃথিবীতে তোমাদের মিশন খুব সফলতা লাভ করেছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর মানুষ তোমাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ এ খবর তাদের জন্য খুশির কারণ হবে। অথচ আল্লাহ জালেমদের কখনো খুশি করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের কাছে দুনিয়ার মানুষের সালাম এবং তাদের রহমত কামনায় দোয়া পৌঁছিয়ে দেন। কেননা, এসব তাদের খুশির কারণ হয়। একইভাবে তিনি অপরাধীদেরকে দুনিয়ার মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। কেননা, এসব তাদের কষ্টের কারণ হয়। যেমন একটি হাদিস অনুসারে বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের নবী সা:-এর তিরস্কার শোনানো হয়েছিল। কারণ তা ছিল তাদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু যা নেককার বান্দাদের জন্য দুঃখ ও মনোকষ্টের এবং অপরাধীদের জন্য আনন্দের কারণ হয় সে রকম বিষয় তাদের কাছে পৌঁছানো হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘তোমরা তাঁর ছাড়া যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো। বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।’ (সূরা জুমার-১৫) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কারবারে খাটানো সব পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারে তার পাওনাদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, নিজের সবকিছু দিয়েও সে দায়মুক্ত হতে পারে না তাহলে এরূপ অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়াত্ব বলে। এখানে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের জন্য এ রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এ পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান, বুদ্ধি, শরীর, শক্তি, যোগ্যতা উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা যত জিনিস লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পার্থিব জীবনের কারবারে খাটায়। কেউ যদি এ পুঁজির সবটাই এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খাটায় যে, কোনো ইলাহ নেই কিংবা অনেক ইলাহ আছে, আর সে তাদের বান্দা। তাকে কারো কাছে হিসাব দিতে হবে না, কিংবা হিসাব-নিকাশের সময় অন্য কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সবকিছু খুইয়ে বসল। সে দেউলিয়া হয়ে পড়ল। এটি হচ্ছে প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে, এই ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করল সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকেসহ দুনিয়ার বহু মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং আল্লাহর আরো বহু সৃষ্টির ওপর জীবনভর জুলুম করল। তাই তার বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবি এলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছু নেই যে, সে এসব দাবি পূরণ করতে পারে। তা ছাড়া আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে, সে নিজেরই শুধু ক্ষতি করল না; বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতিকেও তার ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও ভ্রান্ত চিন্তাচেতনা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত করে তাদের ক্ষতি করল। এ তিনটি ক্ষতির সমষ্টিকে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিজের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতি তার ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভ্রান্ত চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, এদের সামনে সুস্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করলেও তারা তা থেকে বিরত হয় না অথবা তাদের বিবেক-বুদ্ধি সত্যটুকু জানার পরও তারা তাদের দীক্ষাগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে বিরত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘আল্লাহ সেসব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে’। (সূরা হাশর-২৩) অর্থাৎ যারাই আল্লাহর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও গুণাবলিতে কিংবা তাঁর সত্তায় অন্য কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতি বড় এক মিথ্যা বলছে। কোনো অর্থেই কেউ আল্লাহ তায়ালার শরিক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তিনি একাই রব। তাঁর ‘রুবুবিয়াতে’ কারো কোনো অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই উলুহিয়াতেও কেউ তাঁর সাথে শরিক নেই। তিনিই একাই এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরিক নয়। তিনি একাই পুরো বিশ্ব-রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্বব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের পুরো সৃষ্টিজগতের রিজিক তিনি একাই দান করেন। সঙ্কটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোনো অংশ নেই।

তিনি এক আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁরপরেও কেউ আল্লাহ হবে না। আল্লাহর এমন কোনো প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন; বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগোত্রীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। তিনি এক, একক, যেখানে কোনো দিক দিয়ে একাধিক্যের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কোনো সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করা যেতে পারে না। তাঁর কোনো আকার ও রূপ নেই। তিনি কোনো স্থানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন এবং তাঁর মধ্যে জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তাঁর কোনো বর্ণ নেই। কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। কোনো দিক নেই। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে না। সব প্রকার ধরন ও প্রকরণ মুক্ত এবং বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সবদিক দিয়েই আহাদ বা একক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দেয়? এই শোনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীন বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্বব্যবস্থাপনা? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা সতর্ক হচ্ছো না? তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের রব। কাজেই সত্যের পরে গোমরাহি ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে? সুতরাং তোমরা কোনদিকে চালিত হচ্ছো?’ (সূরা ইউনুস : ৩১-৩২) অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগি ও ইবাদতের হকদার। কাজেই অন্যেরা যাদের এসব কাজে কোনো অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরিক হয়ে গেল। সুতরাং বিভ্রান্তিকারী ব্যক্তি বা দল যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে নেয়, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছনে ছুটে চলো না। এ ব্যাপারে সজাগ থাকো।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

অবসরে নেক আমল

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান

নেক আমল : আমরা যে যেই পেশায়ই থাকি না কেন, কাজের ফাঁকে কম-বেশি অবসর সবারই মেলে। প্রশ্ন হলো, এ সময়টা আমরা কীভাবে কাটাই। পরিবারকে সময় দেওয়া, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

এসব তো আছেই। কিন্তু এর বাইরে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু নেক আমল করা সম্ভব। নেক আমল পরকালের পাথেয়। নিম্নে অবসরের কিছু নেক আমল তুলে ধরা হলো-

কুরআন তেলওয়াত

আপনার কুরআন তেলওয়াত শুদ্ধ হচ্ছে কি? অনলাইন তো বটেই। মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে সহিহ শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিখে নিতে পারেন। সহিহভাবে কুরআন পাঠ অত্যন্ত জরুরি। আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং তা শেখায়। কুরআন শিখতে লজ্জার কিছু নেই। বরং সত্তর বছর বয়স হলো।

কিন্তু কুরআন শুদ্বভাবে পাঠ করতে পারেন না, এটি লজ্জার ব্যাপার; যারা কুরআন তেলাওয়াত করে তারা আল্লাহর পরিজন। আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, কিছু মানুষ আল্লাহর পরিজন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীরা আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।’ -(ইবনে মাজাহ : ২১৫)।

প্রতিবেশীর হক

ইসলাম একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থার পথ দেখায়। যেখানে সবাই শান্তিতে বসবাস করবে। আপনার পাশের বাসায় যে প্রতিবেশী আছে কখনো সেভাবে তার খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। আসা-যাওয়ার পথে সালাম বিনিময় এটুকুই কিন্তু শেষ নয়। বরং প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখা আপনার দায়িত্ব। গরিব হলে সাধ্যমতো সাহায্য করতে হবে।

এ শিক্ষা ইসলামের। প্রতিবেশী কারা? হজরত হাসান (রা.) বর্ণনায় আছে, প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, নিজের ঘর থেকে সামনের ৪০টি, পেছনের ৪০টি, ডানপাশের ৪০টি এবং বাঁ পাশের ৪০টি ঘরের অধিবাসীই প্রতিবেশী। ওই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেটপুরে খায় অথচ তার পাশের প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে।’ (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ২৬৯৯)।

জ্ঞান অর্জন

ইসলাম জ্ঞান অর্জনে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি অর্জন করো। (সূরা আনফাল : ৬০)। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম : ২৬৯৯)।

আরেক হাদিসে আছে, ‘আল্লাহতায়ালা যাকে প্রভূত কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।’ (বুখারি : ৭১) । রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, ‘যে ইলম অনুসন্ধানে বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।’ (তিরমিজি : ২৬৪৭)। এভাবে ইসলামে জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামি বইপুস্তক পড়ে নিজেকে সমৃদ্ব করতে পারেন। অবসরের এ কাজ আপনার জন্য পরকালে পাথেয় হতে পারে।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০১	৫:০৫	৬:৪২	১২:১৮	৩:৪৯	৫:৪৫	৭:১১
শনিবার	০২	৫:০৩	৬:৪০	১২:১৮	৩:৫১	৫:৪৬	৭:১২
রবিবার	০৩	৫:০১	৬:৩৮	১২:১৭	৩:৫২	৫:৪৮	৭:১৩
সোমবার	০৪	৪:৫৮	৬:৩৫	১২:১৭	৩:৫৪	৫:৫০	৭:১৫
মঙ্গলবার	০৫	৪:৫৬	৬:৩৩	১২:১৭	৩:৫৫	৫:৫২	৭:১৬
বুধবার	০৬	৪:৫৪	৬:৩১	১২:১৭	৩:৫৭	৫:৫৩	৭:১৭
বৃহস্পতিবার	০৭	৪:৫২	৬:২৯	১২:১৭	৩:৫৮	৫:৫৫	৭:১৮

মালিকানা দাবির মামলায় ‘শেফ অনলাইন’র বিজয়

শো ‘আরতা’র লগো ও ট্রফির নকশার মেধাস্বত্ব (ইন্টেল্যাকচ্যুয়াল প্রোপার্টি রাইটস) নিয়ে তোলা অন্যায্য দাবিটিও খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি আপিল আদালতের (কোর্ট অব আপিল) সিদ্ধান্তে ইতিপূর্বে দেয়া হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখায় লে শেফ পিএলসি’র শেয়ার হস্তান্তর এবং আরতা’র লগো ও ট্রফি নকশার মেধাস্বত্ব নিয়ে তোলা অন্যায্য অভিযোগের অবসান ঘটলো।

প্রসঙ্গত, ‘লে শেফ পিএলসি’ অনলাইন অর্ডারিং প্ল্যাটফর্ম ‘শেফ অনলাইন’ নামে ব্যবসা পরিচালনা করে। শেফ অনলাইন-এর সহযোগী হিসেবে রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে খাতের সেরাদের নিয়ে জমজমাট এওয়ার্ডস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আরতা এওয়ার্ডস লিঃ। ‘এশিয়ান রেস্টুরেন্টস অ্যান্ড টেকওয়ে এওয়ার্ডস’ নামের অনুষ্ঠানটি সংক্ষেপে ‘এআরটিএ বা আরতা’ নামে পরিচিত। লে-শেফ পিএলসি ও আরতার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিলেতে ব্যবসায়ী কমিউনিটির পরিচিত মুখ মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম সালিক।

২০১৬ সালে ‘গভর্ণমেন্ট এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম’ (ইআইএস) ‘লে শেফ পিএলসি’র বাজারমূল্য ১০ মিলিয়ন পাউন্ড বলে মূল্যায়ন করে। তারপর থেকে শেফ অনলাইন এবং আরতা- উভয় প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছে।

হাজিফুর রহমান রিমন এবং রিফাত আহমেদ নামে দুজন ব্যক্তি ২০২০ সালে লে শেফ পিএলসি এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুনিমের বিরুদ্ধে বেআইনি শেয়ার স্থানান্তরের অভিযোগ এনে আদালতে যান। ‘আরতা’র অফিসিয়াল লগো ও ট্রফির নকশার মেধাস্বত্ব দাবি করে আরতা এওয়ার্ডস লিঃ এর বিরুদ্ধে ভিন্ন একটি অভিযোগও দায়ের করেন হাফিজুর রহমান রিমন। সবকটি অভিযোগের একসঙ্গে শুনানী করে যুক্তরাজ্যের হাইকোর্টের ‘বিজনেস অ্যান্ড প্রোপার্টি’ বিভাগের ‘ইন্টেলেকচ্যুাল প্রোপার্টি লিস্ট’ বিভাগ। হাইকোর্টের বিচারক জার্ম্যান কেসি’র নেতৃত্বে ২০২০ সালের ২৪ থেকে ২৭ অক্টবর চার দিনব্যাপী এ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

আদালত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গঠনের আলোচনা, শেফ অনলাইনের সূচনা ও বিকাশের সাথে জড়িত প্রতিটি পক্ষের অবদানের পাশাপাশি ‘আরতা অ্যাওয়ার্ডস লিঃ’ এর লোগো এবং ট্রফি ডিজাইন নিয়ে উপস্থাপিত দালিলিক সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে। ২০২২ সালের ২১ নভেম্বর ঘোষিত রায়ে হাইকোর্টের বিচারক জার্ম্যান কেসি উভয় অভিযোগাকারী- হাফিজুর রহমান রিমন এবং রিফাত আহমেদের আবেদন খারিজ করে দেন এবং লে শেফ পিএলসি ও এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিমের পক্ষে রায় দেন। একই রায়ে হাফিজুর রহমান রিমন কর্তৃক আরতা এওয়ার্ডসের লগো ও ট্রফি নকশার মেধাস্বত্ব দাবিটিও খারিজ করে দেয় আদালত। ওই মেধাস্বত্ব আরতা এওয়ার্ডস লিঃ এর বলে রায় দেয়।

কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের বৈধতা এবং মেধাস্বত্ব দাবির বিষয়ে হাইকোর্টের দেয়া সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে কোর্ট অব আপিলে আবেদন করেন হাফিজুর রহমান রিমন। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে আপিল আদালত মেধাস্বত্ব দাবির বিষয়ে আপিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেন। এর ফলে তখন-ই চূড়ান্ত হয়ে যায় আরতা এওয়ার্ডসের লোগো বা ট্রফি নকশার উপর হাফিজুর রহমান রিমনের কোনো স্বত্বাধিকার বা কপিরাইট নাই।

আর কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তরের বৈধতা নিয়ে আপিল গ্রহণ করায় এনিয়ে গত ৩১ জানুয়ারি আপিল আদালতে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। আপিল আদালতের তিন বিচারক- লেডি জাস্টিস কিং, লর্ড জাস্টিস বার্স এবং লেডি জাস্টিস ফক এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আপিলের শুনানী করে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি আপিল আদালতের রায়ে তিন বিচারক সর্বসম্মতিক্রমে হাইকোর্টের দেয়া মূল রায়কে বহাল রাখেন এবং আপিলটি খারিজ করে দেন। এরমধ্যে দিয়ে দীর্ঘ চলমান এই আইনী লড়াইয়ে লে শেফ পিএলসি, এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম এবং আরতা এওয়ার্ডস লিঃ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলো।

কোর্ট অব আপিলের রায়ে লেডি জাস্টিস ফক বলেন, ‘জনাব রহমানের কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিয়ে হাইকোর্টের বিচারক জার্ম্যান কেসি যেসব প্রমাণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট।’

হাইকোর্টের দেয়া ২২ পাতার দীর্ঘ রায়ে বিচারক জার্ম্যান কেসি বাদীদের অভিযোগ খারিজ করে কোম্পানির পক্ষে রায় দেয়ার বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘দীর্ঘ ব্যবসায়িক ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় লে শেফ পিএলসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুনিমের বক্তব্য তাঁর কাছে অধিকতর সঠিক মনে হয়েছে।’

আরতা এওয়ার্ডস লিঃ এর লগো ও ট্রফির নকশা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বিচারক জার্ম্যান কেসি রায়ে উল্লেখ করেন, ‘লে শেফ কোম্পানিতে কাজের বিনিময়ে হাফিজুর রহমান রিমন ইনভয়েসের মাধ্যমে মাসিক ১৫শ পাউন্ড করে বেতন নিতেন। নিজেকে সেল্ফ এমপ্লয়েড দাবি করলেও তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি কখনো সেল্ফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স রিটার্ণ দাখিল করেননি বা এই অর্থের ওপর ট্যাক্স প্রদান করেননি।’ রায়ে আরো উল্লেখ করা হয়, হাফিজুর রহমান রিমন নিজের ছুটির জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করেছিলেন। তিনি কোম্পানির কাছে বেতন বৃদ্ধি এবং একটি গাড়ির আবেদনও করেছিলেন। যা প্রমাণ করে তিনি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

‘লে শেফ পিএলসি’, এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুনিম এবং আরতা এওয়ার্ডস লিঃ এর পক্ষে মামলায় নেতৃত্ব দেন আইনজীবী ম্যাথিউ উইন-স্মিথ, ল্যাম্ব চেম্বার্স এন্ড সলিসিটর্স এর ডঃ টিমোথি স্যাম্পসন, লেক্সপার্ট সলিসিটর্স এলএলপি’র কেনেডি ওবিরোজি এবং মিসেস নাবিলা রফিক।

হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে আপিল আদালতের দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় লে শেফ পিএলসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুনিম উভয় বিচারিক ব্যবস্থায় মামলাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচিত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা সন্তুষ্ট যে আপিল আদালত মূল রায়কে বহাল রেখেছে, শেয়ার স্থানান্তরের বৈধতা নিশ্চিত করেছে। এই রায় ব্যবসায়িক চুক্তি এবং সততার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

তিনি বলেন, ‘শেফ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অধীনে লে শেফ পিএলসি রেস্টুরেন্ট এবং টেকওয়ের জন্য উদ্ভাবনী অনলাইন সমাধান প্রদানের মিশন চালিয়ে যাবে। আমরা কারি শিল্পে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পেশাদারিত্ব ও সততার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উড়োজাহাজ থেকে গাজা

সহযোগিতায় এই সহায়তা নিচে ফেলা হয়। বিমান থেকে ফেলা চার টন সহায়তার মধ্যে ওষুধ, খাদ্য ও জ্বালানিও রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো গাজায় বিমান থেকে সহায়তা ফেলেছে যুক্তরাজ্য। জর্ডানের সাথে একটি চুক্তি করার পর বুধবার জর্ডানের বিমান বাহিনীর একটি বিমানে করে ওষুধ, খাদ্য ও জ্বালানিসহ চার টন সহায়তা সরবরাহ উপত্যাটিতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিবিসি বলছে, বিমান থেকে ফেলার পর প্যারাসুট লাগানো এই সহায়তা প্যাকেজগুলো গাজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত তাল আল-হাওয়া হাসপাতালে নেমে আসে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, এই সহায়তা জীবন বাঁচাতে এবং হাসপাতালকে সচল রাখবে।

যুক্তরাজ্য এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র স্থল ও সমুদ্রপথে গাজায় সাহায্য পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাস যুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া উত্তর গাজায় পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। এই কারণে এই অঞ্চলে বিমান থেকে সহায়তা ফেলেছে দেশটি।

এর আগে গাজার উত্তরাঞ্চলে ‘লাইভ-সেভিং’ খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি বলেছে, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে তাদের সহায়তা কনভয়গুলো সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয় এবং সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে।

সংস্থাটি আরও বলেছে, এই সিদ্ধান্তটি সহজভাবে নেওয়া হয়নি। তাদের সদস্যরা ব্যাপক ভিড়, বন্দুকযুদ্ধ এবং লুটপাটের সম্মুখীনও হয়েছেন। এছাড়া জাতিসংঘ গত বছরের ডিসেম্বর থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা বলে আসছে। ডব্লিউএফপি বলেছে, সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে এই ভূখে– ‘ক্ষুধা ও রোগের দ্রুত ছড়িয়ে’ পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গত বছরের অক্টোবরে স্থল আক্রমণের শুরুতে ১১ লাখ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে উত্তরাঞ্চলীয় ওয়াদি গাজার সমস্ত এলাকা থেকে সরে গিয়ে দক্ষিণে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেয়। যেসব এলাকা থেকে সেসময় সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে গাজা শহরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শহরটি ছিল যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

বেশিরভাগ বাসিন্দাই সেসময় ইসরায়েলি আদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু কয়েক লাখ ফিলিস্তিনি এই এলাকাতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, যাদের অনেকেই আবার পালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল না। পরে ইসরায়েলি সৈন্যরা এই অঞ্চলটিকে ঘেরাও করে এবং সেখানে হামাসের শক্ত ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেয়।

গত মাসে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ জানায়, অন্তত ৩ লাখ মানুষ এখনও উত্তর গাজায় রয়েছেন যারা বেঁচে থাকার জন্য তাদের সহায়তার ওপর নির্ভর করছেন।

এমন অবস্থায় উত্তর গাজার এসব মানুষকে লক্ষ্য করে বিমান থেকে ৪ টন সহায়তা সরঞ্জাম ফেলল যুক্তরাজ্য। বিবিসি বলছে, ব্রিটিশ জর্ডানিয়ান এই সহায়তা ডেলিভারিতে রোগী ও চিকিৎসা কর্মীদের জন্য ডিজেল, গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং রেশন প্যাক ছিল।

এসব সরঞ্জাম যে হাসপাতালে পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করার জন্য এগুলোতে প্যারাসুট এবং জিপিএস ট্র্যাকার যুক্ত ছিল এবং এগুলো ঠিক লক্ষ্যেই অবতরণ করেছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, তারা এই সপ্তাহের শুরুতে জর্ডানের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর অধীনে গাজায় ১০ লাখ পাউন্ড মূল্যের সাহায্য পাঠাবে যুক্তরাজ্য। চুক্তির বিষয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন: ‘(এই সহায়তায়) হাজার হাজার রোগী উপকৃত হবে এবং জ্বালানি গাজার এই অত্যাবশ্যক হাসপাতালটিকে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘তবে, গাজার পরিস্থিতি খুবই খারাপ এবং দ্রুতই উল্লেখযোগ্যভাবে আরও সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা গাজায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অতিরিক্ত সাহায্য সরবরাহের সুযোগ দিতে এবং বন্দিদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে মানবিক বিরতির আহ্বান জানাচ্ছি।’ সূত্র : বিবিসি

ভালোবাসায় সিক্ত হলেন সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েছ

সম্মাননায় ভুষিত হওয়ায় ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় নিজ এলাকাবাসী আয়োজন করে এক ‘আনন্দ সন্ধ্যা’। পূর্ব লন্ডনের মায়েদা গ্রীল রেস্টুরেন্টে আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে অতিথি হিশেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার জাহেদ বখত চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, ট্রেজারার সালেহ আহমদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেবার গ্রুপের লীডার কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসাইন ও কমিউনিটি নেতা আব্দুল বাছির। সাংবাদিকদের মধ্যে (বিশ্বনাথের বাসিন্দা) বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও সাপ্তাহিক সুরমার বার্তা সম্পাদক কবি আব্দুল কাইয়ূম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য কবি শাহ শামীম আহমদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য আব্দুল বাছিত রফি, আব্দুর রহিম রঞ্জু ও মোঃ আবুল কালাম। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিশ্বনাথের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আনফর আলী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের যুগ্ম সম্পাদক আখলাকুর রহমান।

বক্তারা জাকির হোসেন কয়েছকে একজন নিবেদিতপ্রাণ পেশাদার সাংবাদিক আখ্যা দিয়ে বলেন, যেখানেই সংবাদ জাকির হোসেন কয়েছ সেখানে। সংবাদটি কোন দলের সেটা বড় কথা নয়। দলমত নির্বিশেষে তিনি সংবাদকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে সংবাদটাই প্রথম। তিনি মানবিক মুল্যবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। এই বিলেতে হাতেগোনা যে ক’জন পেশাদার সাংবাদিক রয়েছেন, তাদের মধ্যে জাকির হোসেন কয়েছ একজন। বিলেতে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে জীবন-নির্বাহ করা কঠিন। কিন্তু জাকির হোসেন কয়েছ তাঁর মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সাংবাদিকতাকেই একমাত্র পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে সাফল্যের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভবিষ্যতে প্রেস ক্লাবের শীর্ষ পদগুলোতে তিনি নেতৃত্ব দেবেন বলে আমরা আশাবাদী। জাকির হোসেন কয়েছ তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, জাকির হোসেন কয়েছ সিলেট ও লন্ডনে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে নিজেকে সক্রিয়ভাবে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত রেখেছেন। টিভি ওয়ান-এর সিনিয়র রিপোর্টার ও লন্ডন বাংলা ভয়েস অনলাইন-এর ফাউন্ডার জাকির হোসেন কয়েছ একসময় লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ ও পরবর্তীতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর নিউজ এডিটর ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Paul Scully MP Causes Controversy with 'No-Go Zones' Comments About Tower Hamlets

By Salman Farsi

A political firestorm erupted after Paul Scully MP, the former minister for London, described parts of Tower Hamlets as "no-go areas" on Monday. His comments provoked outrage from local residents and leaders, forcing Scully to apologise on Tuesday. However, the damage may already be done, further inflaming dangerous stereotypes about Muslim communities in London.

Scully's remarks came amidst the ongoing controversy surrounding fellow Conservative MP Lee Anderson. Anderson was stripped of the Tory whip last week for claiming that "Islamists" had taken control of London under Mayor Sadiq Khan. While attempting to discuss Anderson's comments and concerns over anti-Muslim sentiments in the party, Scully said there were "no-go areas" in parts of Tower Hamlets and Birmingham's Sparkhill that were "mainly because of doctrine."

The insinuation that these diverse, vibrant communities were dangerous or unwelcoming due to their Muslim populations sparked immediate backlash. Labour MPs Apsana Begum and Rushanara Ali, who represent Tower Hamlets, condemned Scully's "no-go zone" assertion. Begum highlighted the area has faced far-right threats from the English Defence League, Britain First, and multiple bomb scares aimed at the East London Mosque.

Residents also voiced their outrage at Scully's characterisation of their home. Lifelong Tower Hamlets resident Trish Donnelly called the area "brilliant," describing it as "multi-cultural and welcoming." Another resident, Ali Sarwar, said Scully's comments were "hurtful and incorrect," noting the restaurant where he works welcomes people "from all countries and races."

With the criticism mounting, Scully offered a regretful apology on Tuesday, saying he was "sorry for using the word 'no-go zones.'" He admitted the phrase feeds into dangerous conspiracy theories and echoed the kind of inflammatory, anti-Muslim rhetoric used by far-right figures like Katie Hopkins. However, Scully's apology came only after considerable pressure, as he refused to return the claim of "no-go areas" on Monday.

The 'No-Go Zone' Trope and its Dangerous Implications

Behind Scully's comments lies an insidious trope promoted by far-right extremists that Birmingham, London, and other UK cities contain Muslim-majority "no-go zones" where non-Muslims fear to tread and sharia law reigns. This dangerous myth has been thoroughly debunked; nonetheless, it retains an enduring appeal among those seeking to spread suspicion about British Muslims.

By evoking the imagery of menacing, hostile "no-go zones," Scully's remarks risk stoking further hostility and distrust towards minority communities already facing discrimination. They reinforce the fearful notion that Muslims are retrograde outsiders threatening British values and society.

As Sir Mark Rowley, current MET Police Commissioner, pointed out in 2018, the extremist trope of "no-go zones" corrodes community relations and even undermines efforts to prevent radicalisation. Rowley called out media outlets that propagated the myth, arguing their irresponsible platforming of the conspiracy theory posed a "real threat to public safety."

A Failure of Leadership from the Conservatives

Beyond the immediate backlash, Scully's comments highlighted a

concerning lack of leadership from the Conservatives in confronting anti-Muslim bigotry. While legal migration minister Tom Pursglove rightly said Scully should retract the claim of "no-go zones," ministers have largely avoided condemning the clear Islamophobia in MP Lee Anderson's remarks about Sadiq Khan.

Rather than unequivocally calling out Anderson's dangerous conspiracy theories, Prime Minister Rishi Sunak and other Tories have sidestepped the issue. Their failure to tackle Islamophobia from within their party sends the troubling message that some forms of racism are more acceptable than others. It risks normalising the kind of anti-Muslim sentiment that likely contributed to Scully's misguided portrayal of boroughs like Tower Hamlets.

As ex-Tory chair Baroness Warsi argued this week, the Conservatives still suffer from "institutional Islamophobia." Scully's comments and the party's muted response validate Warsi's concerns. This latest episode shows much work remains for the Tories to combat anti-Muslim prejudice rather than allow it to fester.

A Teachable Moment?

While Scully's remarks caused real hurt and damage, his apology may be a teachable moment. The swift public rejection of his stance from figures like Begum and Ali demonstrates why the "no-go zone" myth must be called out and debunked at every turn. Local residents speaking out to defend their diverse communities shows the unifying power of truth over divisive falsehoods.

Moving forward, Scully and other politicians must heed this lesson. They must confront anti-Muslim tropes rather than carelessly reinforce them. Only through actively rejecting these dangerous conspiracy theories can our leaders begin mending the social fabric, not fraying it further. Rather than doubling down when confronted, Scully took some responsibility. While the comment was harmful, his apology and retraction are a small step in the right direction – now the Tories must do the same on Islamophobia – and create a zero-tolerance policy.

Salman Farsi Profile:

Salman Farsi is a seasoned political communications expert with significant experience in media management, marketing, and public relations. He notably served as the National Press Officer and Acting Head of Regional Media for The Labour Party, where he managed complex media issues and contributed to the 2019 UK General Election strategy.

Prince Harry Loses UK Security Challenge

The Duke of Sussex has lost his legal challenge against a decision to remove his taxpayer-funded police protection while in the UK.

Prince Harry took the case against the Home Office after his security was downgraded when he stepped back from royal duties in 2020. He argued the decision left him unable to return home safely with his family.

The High Court ruled on Friday that the Home Office was justified in removing Prince Harry's permanent security upon his exit from working royal life.

"The UK will always be the Duke of Sussex's home and a country he wants his wife and children to be safe in," his legal team said. "With today's ruling, the Duke has reluctantly accepted that providing the level of protection he and his family require in the UK would be too great a burden on the taxpayer."

Prince Harry first offered to pay personally for police protection while in Britain, but the Home Office rejected that proposal. His lawyers argued the security arrangements were biased and lacked transparency.

However, the High Court found the decisions made by the Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures, which oversees royal security, were "rationally and not unfairly" decided.

The ruling comes after a tumultuous week for the royal family. On Tuesday, Prince Harry's controversial memoir "Spare" was officially released, despite attempts by Buckingham Palace to block its publication.

The Duke and Duchess of Sussex gave up royal duties in 2020 to pursue financial independence and moved to California. Since then, they have rarely visited the UK as a family due to security concerns.

Prince Harry plans to appeal the High Court decision. His legal team said he hopes to "obtain justice from the Court of Appeal."

খতনায় আটকা হাসপাতালের চিকিৎসা

নঈম নিজাম

চিকিৎসাসেবা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে। সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে হাসপাতালে তিন শিশুর মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছে সমাজ। সিন্ডিকেটে জিম্মি হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা নিয়ে মানুষ ব্যথিত হচ্ছে। ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আমাদের জমানায় ছোটবেলায় সুন্নতে খতনার জন্য হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। হাজাম আসতেন বাড়িতে। বসাতেন পিঁড়িতে। চোখে কাপড় বেঁধে দিতেন। তারপর বাঁশের ওপরের পাতলা করে কেটে নেওয়া ধারালো অংশ দিয়ে খতনার কাজ শেষ করতেন। রক্ত বন্ধের জন্য এক ধরনের পাউডার মনে হয় সাদা কাপড় পোড়া ছাই দিয়ে ব্যান্ডেজ হতো। কী মেডিসিন ব্যবহার হতো জানি না। সাত দিন ব্যথা থাকত। অষ্টম দিনে ব্যান্ডেজ খোলা হতো। ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকত। অনেক পরিবার খাসি জবাই দিত। কোনো শিশু মারা গেছে শুনতাম না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক যুগে হাজাম পেশা বিলুপ্ত। ২৩ বছর আগে আমার ছেলের খতনা করিয়েছিলাম ধানমন্ডি গণস্বাস্থ্যে হাসপাতালে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী খতনা চালু করেছিলেন গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে। নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে খতনার কাজ শেষ করলাম। ঘণ্টাখানেক পর ছেলেকে নিয়ে ফিরলাম বাসায়। কোনো সমস্যা হয়নি।

ঢাকার নামিদামি হাসপাতালে এখন খতনা হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। আমরা চিন্তিত হচ্ছি হাসপাতালে সঠিকভাবে খতনা করানো নিয়ে। নামিদামি হাসপাতালে খতনার সময় শিশুমৃত্যু নিয়ে। এসব হাসপাতালে প্রবেশের সময় শিশু বাবা-মায়ের উৎকণ্ঠা দেখে বিস্মিত হয়। সর্বশেষে রাজধানীর এক হাসপাতালে খতনার সময় শিশু ঝুঁকিমুক্ত ছিল কি না কেউ জানে না। সেদিন একজন অভিভাবক শিশুকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। ভয়ে ভয়ে ছিলেন। কিছুদিন আগে ইউনাইটেডে এক শিশু খতনা করানোর সময় মারা গিয়েছিল। এই অভিভাবকের উৎকণ্ঠা দেখে শিশুটি বলেছিল, ভয় পেয়ো না। আমি সাহসী আছি। সেই সাহসী শিশু আর ফেরেনি বাবা-মায়ের কোলে। খতনা করাতে গিয়ে চিকিৎসকের ভুলে মারা যায়। ভুল এখন অ্যানেসথেসিয়ার না চিকিৎসকের, তদন্তে বেরিয়ে আসবে। কথা হলো তদন্ত রিপোর্ট আদৌ বের হবে কি না কেউ জানে না।

বড় অদ্ভুত একটা সময় পার করছি। যে দেশের হাসপাতাল সুন্নতে খতনা করতে পারে না সে দেশের চিকিৎসা খাতের অবস্থা কতটা ভয়াবহ সহজেই বোঝা যায়। মানুষ অসহায়। তাদের যাওয়ার জায়গা নেই। সামর্থ্যবানেরা চিকিৎসার জন্য যান ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর। মধ্যবিত্ত ভারতে। দেশের ডলার চিকিৎসার পেছনে বিদেশে যায়। চাপে পড়ে অর্থনীতি। কঠিন বাস্তবতার ভিতরে বাস আমাদের। গরিবের কেউ নেই। কিছু নেই। তাদের ভরসা সরকারি হাসপাতাল। সেখানে রুটিন ধরে চিকিৎসক রোগী দেখেন। সরকারি ছুটির দিন কেউ হাসপাতালে যান না। ঈদ-চান্দের অসিলা হলে কথাই নেই। রোগীদের আর্তনাদ কারও কানে যায় না। জেলা-উপজেলায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা থাকতে নারাজ। সবাই চান ঢাকায় বদলি হতে। বেসরকারি হাসপাতালে ভালো চিকিৎসার আশায় সবাই ছুটে যায়। চিকিৎসক যত দেখবেন তত টাকা দিতে হয়। পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ নেই। যত পরীক্ষা তত কমিশন। ছুটির দিনে আলাদা পয়সা দিতে হয় চিকিৎসককে। নামিদামি হাসপাতালের ব্র্যান্ডিংয়ে ব্যবসা। উন্নত বেসরকারি হাসপাতালের নামে ব্যবসা ছাড়া কিছুই হয় না। স্বাস্থ্য খাতের অরাজকতা সহ্য করার মতো নয়। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ অব্যবস্থাপনা পেয়েছেন উত্তরাধিকারসূত্রে। ভালো দিক, দায়িত্ব নিয়ে শুরু থেকেই তিনি সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। চেষ্টা করছেন সংকট কাটাতে। কতটা পারবেন সিন্ডিকেট হটাতে জানি না। সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য খাতে আর কোনো সিন্ডিকেট দেখতে চায় না। মিঠুসহ সব সিন্ডিকেট চিরতরে কালো তালিকায় আসুক। চিকিৎসা খাতে মানুষের জীবন নিয়ে যা খুশি করার সুযোগ নেই। কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে। অপ্রয়োজনীয় চায়নিজ ইকুইপমেন্ট কিনে জার্মানির সিল মেরে জমাদানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। যারা ইকুইপমেন্ট কিনে হাসপাতালে ফেলে রাখেন তাদের চাকরিচ্যুত করুন। মানুষের জীবন নিয়ে যারা খেলেন এমন চোরদের দরকার নেই।

মানুষ ঠাট্টা করে বলে, সরকারি চিকিৎসা এখন বাক্সবন্দি। বাক্সে ফেলে রাখা হয়েছে অপ্রয়োজনে কেনা যন্ত্রপাতি। বাক্স খুলতে বললে জানানো হয় প্রয়োজনীয় টেকনিশিয়ান নেই। টেকনিশিয়ান না থাকলে যন্ত্র কিনলেন কেন? এ টাকা কি আপনাদের বাপের? কারণ ছাড়া অর্থ ব্যয়ের অধিকার নেই কোনো সরকারি হাসপাতাল, অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের। আমার গ্রামে ২০ বছর আগে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল। তারপর এ হাসপাতাল আর চালু হয়নি। এ এলাকার এমপি জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি নির্বাচনি এলাকায় যান না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও নেই। এলাকা চালায় তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী। মোহাম্মদ নাসিম স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালে একদিন তাঁকে হাসপাতালের বিষয়টি জানিয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে সবকিছু বলেছিলাম তোফায়েল আহমেদকে। সঙ্গে সঙ্গে তোফায়েল ভাই ফোন করেন নাসিম ভাইকে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সিদ্ধান্ত নিলেন যাবেন নাঙ্গলকোটের গোহারুয়া হাসপাতালটি দেখতে। জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল তখন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাবেন বিধায় তিনিও গেলেন। স্বাস্থ্য বিভাগের তখনকার ডিজি দীন মোহাম্মদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাদ থাকলেন না। উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তারা দেখলেন সরকারি টাকায় অনেক ভবন নির্মিত হয়েছে হাসপাতাল করতে। শুধু চিকিৎসক, নার্স ও কোনো ইকুইপমেন্ট নেই। সরকারি সিদ্ধান্তহীনতায় হাসপাতাল চালু হয়নি। যে হাসপাতাল চালু করতে পারবে না তা নির্মাণ করল কেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়? প্রশ্ন অনেক, জবাবদানের কেউ নেই। মোহাম্মদ নাসিম রাজনৈতিক মানুষ। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনি নির্দেশ দিলেন হাসপাতাল চালুর। সে নির্দেশ আজও বাস্তবায়ন হয়নি! স্থানীয় এমপির এ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। ভাবখানা এমন, হাসপাতাল চালু হলে কী, না হলে কী, আমার গদি তো ঠিক আছে। পরিকল্পনা থেকে লোটাস কামাল অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন আর মন্ত্রী নেই। সেই হাসপাতালটি আলোর মুখ দেখেনি। ভবনগুলো এখন পরিত্যক্ত। মানুষের কাছে ভূতের বাড়ি!

এবার বেসরকারি চিকিৎসার কথা বলি। একবার অফিসে বুকের ব্যথা নিয়ে গেলাম অ্যাপোলো হাসপাতালে। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন স্যুট পরিহিত এক যুবক। ভাবলাম হয়তো আমার চিকিৎসার সহায়তা দিতে এসেছেন। একটু পর সেই লোকটি আমাকে বললেন, আপনি হার্ট অ্যাটাক করলে আপনার খরচা পড়বে এত টাকা। জরুরি বিভাগে আসার কারণে কত খরচ হবে তিনি তা-ও জানালেন। তাঁকে বললাম, বাইরে যান। আমার অফিসের লোকজন আছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলুন। টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। লোকটি তার পরও কথা বলতে থাকলেন। এ সময় আমার অবস্থা জানতে অফিসের একজন সহকর্মী উঁকি দিলেন। লোকটির কান্ডজ্ঞানহীন আচরণে ডেকে নিলেন তাঁকে। বললেন, আমি এ হাসপাতালের করপোরেট মেম্বার। চিকিৎসা খরচ আমার অফিস দেবে। চিন্তার কারণ নেই। তার পরও কথা বলতে থাকলেন। বেসরকারি হাসপাতাল মানে গলা কাটা। যত পরীক্ষা তত কমিশন। রোগী গেলেন বুকে ব্যথা নিয়ে। তার হাঁটুর পরীক্ষা দিয়ে শুরু হয় চিকিৎসার। যত পরীক্ষা তত লাভ। মারা গেলেও নিস্তার নেই। লাশ আটকে পাওনা বুঝে নেওয়া হয় কড়ায় গন্ডায়। একবার গরিব রোগীর লাশ টাকার জন্য ৩৪ দিন আটকে রেখেছিল বেসরকারি এক হাসপাতাল। সেদিন একজন জানালেন, হাসপাতালগুলোয় ওষুধ লেখায়ও চিকিৎসকরা ব্যবসা করে ফেলেন। ওষুধ কোম্পানিগুলোর এজেন্টরা তালিকা দেন। তাদের কোম্পানির ওষুধ লিখলেই কমিশন চলে আসে। সরকারি হাসপাতালে দালালের দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। ডাক্তার অথবা তাঁর সহযোগী রোগীকে বলেন, এখানে চিকিৎসা নেই। পাশের ক্লিনিকে এই ডাক্তার রোগী দেখেন। সেখানে যান। অপারেশন হবে। শুধু খরচা একটু বেশি লাগবে। বেঁচে থাকার লোভে মানুষ সব মেনে নেয়। হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে থাকে। লাশ নিয়ে এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আমার বোনের স্বামীর নাম নুরুল আফসার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনা শেষে যোগ দিয়েছিলেন ঘোড়াশাল সারকারখানার কেমিস্ট হিসেবে। অবসরের পর উঠেছিলেন মিরপুরের বাসায়। একদিন ভোরবেলায় ফজরের নামাজ পড়তে ঘুম থেকে উঠে বুকে ব্যথা অনুভব করলেন। আমার বোন ও ভাগনি তাঁকে নিয়ে গেলেন মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশনে। তাঁরা বললেন, হাসপাতালে ঠাঁই নেই। নিয়ে যান শেরেবাংলানগর হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। ভোরে ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। সব জানলাম। ফরিদা ইয়াসমিনকে ঘুম থেকে তুললাম। সব জানাতে দ্রুত তৈরি হলো। দুজন বের হলাম। সেই ভোরে গাড়িতে বসে ঘুম থেকে তুললাম বন্ধু সৈয়দ বোরহান কবীরকে। বিপদে আপদে বোরহানের তুলনা নেই। তাঁকে বললাম রোগী ফেলে রেখেছে ফ্লোরে। বোরহান বলল, হৃদরোগের পরিচালককে জানি। তুমি যাও। বলে রাখছি। একটু পর বোরহান ফোন করল। বলল, পরিচালকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাড়াতাড়ি যাও। তুমি যাওয়ার আগে তিনি পৌঁছাবেন। ব্যবস্থা নেবেন। হাসপাতালে গেলাম। জরুরি বিভাগের ফ্লোরে রোগীর ছড়াছড়ি। চরম বিশৃঙ্খল একটা পরিবেশ। পরিচালক সাহেব এলেন। তিনিসহ গিয়ে দেখলাম ফ্লোরে শুইয়ে রাখা হয়েছে নুরুল আফসারকে। তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। কথা বললেন হাসিমুখে। আমি বললাম সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। এ সময় একজন নার্স এলেন। ইনজেকশন পুশ করলেন। জানতে চাইলাম কীসের ইনজেকশন? বললেন হৃদরোগে ব্যথা কমাতে এটা দেওয়া হয়। চোখ বুজলেন আমার বোনের স্বামী। সেই চোখ আর খুললেন না। মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। কী এমন ইনজেকশন দেওয়া হলো যে চিকিৎসার জন্য আসা মানুষটির আর ঘুমই ভাঙল না। আহারে হাসপাতাল! আহারে জরুরি বিভাগ! আহারে আমাদের চিকিৎসা!

ডা. বুলবুল ছিলেন আমার ডেন্টিস্ট। ঢাকার সব সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক। সবার চিকিৎসা করতেন। গরিব মানুষ হলে টাকা নিতেন না। আরেক গরিবের ডাক্তার রাকিবুল ইসলাম লিটুর সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। সব সময় লিটু ও বুলবুলকে বলতাম, তোমাদের মতো পাঁচ শ চিকিৎসক থাকলে এ দেশের গরিব মানুষের চিকিৎসা নিয়ে ভাবতে হবে না। আজ তাঁরা দুজনের কেউ নেই। এক ভোরে রিকশা নিয়ে আগারগাঁও থেকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন বুলবুল। ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে গিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি একজন চিকিৎসক। রক্তটা বন্ধ করুন সেলাই দিয়ে। তারপর চলে যাব ঢাকা মেডিকেলে। আমাকে বাঁচান। রক্ত বন্ধ না হলে ঢাকা মেডিকেলে যেতে পারব না। কেউ বুলবুলের কথা শুনলেন না। কোনো চিকিৎসক, নার্স তাঁর পাশে দাঁড়ালেন না। বুলবুলের আর্তনাদে এগিয়ে এলেন সেখানে থাকা এক সিএনজিচালক। বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকা ডা. বুলবুলকে নিয়ে গেলেন ঢাকা মেডিকেলে। পথেই রক্তক্ষরণে বুলবুল মারা গেলেন। কষ্ট হয়। বুলবুলের মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের। বুলবুলের মতো প্রতিদিন এভাবে অনেক রোগী মারা যায়, যার কোনো খোঁজ আমরা রাখি না।

লেখক : সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

৩য় পৃষ্ঠার পর ...

‘আমি ১০০ বারের বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছি’

প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, রচডেলের মেয়ে শিশুদের পুলিশ এবং স্থানীয় পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদাসীনতার কারণেই ‘পিডোফাইল গ্রুমিং গ্যাং’ বা শিশু নির্যাতনকারীদের খপ্পরে পড়তে হয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১১১টি ঘটনা নিয়ে ওই পর্যবেক্ষণটি করা হয়। যাতে একের পর এক পুলিশের ব্যর্থতার নজির বেরিয়ে আসে। এখনও অন্তত এমন ৯৬ ব্যক্তির সন্ধান তারা পেয়েছেন; যারা ওই এলাকার শিশু ও কিশোরীদের জন্য হুমকিস্বরূপ।

আমার আর কোনও বোধ ছিল না

রুবি (ছদ্মনাম) বিবিসিকে জানিয়েছেন, কীভাবে তার জীবনে নিপীড়নের অধ্যায় শুরু হয়েছিল। তাকে ও তার কয়েকজন বন্ধুকে কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি তাদের ফ্ল্যাটে পানাহার ও বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা এই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়। কয়েক সপ্তাহ এতেই সীমাবদ্ধ ছিলো ব্যাপারটা। ‘কিন্তু একদিন, আমরা যে রুমে বসতাম সেখানে অন্য লোক আছে বলে জানায় তারা। আমাদেরকে ফ্ল্যাটের অন্য একটা রুমে বসতে বলে। ‘তারা আমাদের এক বোতল ভদকা দিয়েছিল। ফলে যখন আগের রুমটাতে গেলাম ততক্ষণে আমরা সবাই প্রায় মাতাল। সেখানে ৩০ থেকে ৪০ জন লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তারপর শুরু হল ধর্ষণ। একজন শেষ করে, তারপর আরেকজন আসে। সারা রাত এভাবে চলেছে।’

সেদিনের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন চলতে থাকে বলে জানান রুবি। কারণ গ্যাংয়ের লোকজন নানা হুমকি দিতো এবং তিনি উপলব্ধি করেন তার আর এর থেকে বের হওয়ার কোনও উপায় নেই। রুবি বলেন, ‘তারা আমাদের নম্বর নিয়ে নিয়েছিল। স্কুলে আসতো, বাসার আশপাশে ঘোরাঘুরি করতো, খুঁজতো সবখানে এবং খুঁজে বের করে ফেলতো।’

তিনি বলেন, চার বছরে সম্ভবত ১০০ বারের বেশি তিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ওই পুরুষরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতো। ব্র্যাডফোর্ড, নেলসন, বার্মিংহাম, ব্ল্যাকপুল-গ্যাংগুলো সবখানে নিয়ে যেত আমাদের।

‘আমার আর কোনও বোধশক্তি ছিল না’

২০০৮ সালে রুবি একটা সেক্সুয়াল হেলথ ক্লিনিকে যান। আর কোথাও সাহায্য না পেয়ে এক ধরনের আকুলতা নিয়েই সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন ‘স্কুলে জানিয়েছিলাম, ফলে সোশ্যাল সার্ভিস জানতো আমাদের সাথে কী ঘটে চলেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হয়নি। ফলে একদিন সরাসরি সোশ্যাল সার্ভিসের অফিসেই যাই। কিন্তু তারা কিছু কনডম ধরিয়ে দিয়ে আমাদের বিদায় করে দেয়।’

পর্যবেক্ষণে জানা যায়, রুবি ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন টিমের কাছে তার ‘বয়স্ক বন্ধুদের’ দ্বারা যৌন নিপীড়নের কথা জানিয়েছিল। ওই বছরই তাকে একটা চাইলড প্রটেকশন প্ল্যান বা শিশু সুরক্ষা পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়। ২০০৯ সালের শুরুতে পুলিশ তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। ১৩ বছর বয়সে রুবির একবার গর্ভপাত হয়। সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার জন্য সেই ভ্রূণ পুলিশ ফরেনসিক তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হয়, রুবিকে না জানিয়ে ভ্রূণ নিয়ে যাওয়াটা অগ্রহণযোগ্য।

পরবর্তীতে পুলিশ রুবিকে বলেছিলো, সে যদি তার ভ্রুণের সৎকার (দাফন) করতে চায় তাহলে তার ইচ্ছার কথা যেন পুলিশকে জানায়। ২০১০ সালে রুবি একজন সমাজকর্মীকে জানান, সেই সময়ে তিনি ছয়জন এশীয় ব্যক্তির হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সোশ্যাল সার্ভিসের কাছে প্রায় ৬০ জন লোকের কথা উল্লেখ করে তাদের হাতে ব্যাপক শিশু নির্যাতনের কথাও বলেছিলেন তিনি।

দুই বছর পর তার নিপীড়নকারীদের মধ্যে একজনকে আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের লক্ষ্যে অপহরণের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু মাত্র চার বছরের মাথায় রুবি তাকে একটি স্থানীয় দোকানে দেখতে পান। ওই আসামির কারাগার থেকে মুক্তির বিষয়েও তাকে অবগত করা হয়নি বলে জানান তিনি।

রুবি বলেন ‘আমি দ্বিতীয়বার ফিরে তাকালাম, কারণ বিশ্বাস করতে পারছিলাম ঠিক দেখছি কি না। তারপর, যখন বুঝতে পারলাম সে সত্যিই ওখানে আছে, আমি ছুটে বেরিয়ে যাই। ‘একছুটে বাড়িতে গিয়ে ঢুকি। পরের তিন মাস আর বাড়ি থেকে বের হইনি।’’

রুবি বলেন, তিনি পুলিশকে ফোন করেছিলেন। তারা কোনও পদক্ষেপই নেননি উল্লেখ করে নিজের ভয়াবহ মানসিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন তিনি। পর্যালোচনা বলছে, ওই ৯ বছরের বেশি সময় ধরে শিশুদের ওপর চলা যৌন নিপীড়নের বিষয়ে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ-জিএমপির করা তদন্তগুলোই বলে দেয়, বাহিনীটি এই অপরাধকে খুব একটা আমলে নেয়নি।

২০১২ সালে জিএমপি থেকে পদত্যাগ করে এসব অপরাধের ভিক্টিমদের জন্য একটা ফাউন্ডেশন স্থাপন করেন ম্যাগি অলিভার। তিনি বলেন, শিশুদের যৌন নিপীড়ন এখনও রচডেলে ঘটছেই। তার ফাউন্ডেশন ‘সারা দেশেই’ এমন অনেক ভুক্তভোগী পেয়েছে। ‘আজকের ভুক্তভোগীরাও আমাকে একই কথা বলছে, যা রুবি এবং অন্য শিশুরা আমাকে সেই ১২ বছর আগে বলেছিল’। অবশ্য এসব অভিযোগের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। জিএমপির একজন প্রতিনিধি বলেছেন, তারা এখন ভিকটিমদের কথা কীভাবে শুনতে হয় এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হয় সেটিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

ঢাকার পর লন্ডনে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়

লিখি বা বলি সব সময় যেন শুদ্ধ বাংলায় তা করি। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারাটাও গৌরবের বলে আমি মনে করি।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে "বিলেতের গণমাধ্যমে বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা" শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিবিসি বাংলা'র সাবেক প্রযোজক উদয় শঙ্কর দাশ, চ্যানেল এস-এর জ্যেষ্ঠ সংবাদ পাঠক ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার এবং কবি ও সাংবাদিক সারওয়ার-ই আলম। আরো বক্তৃতা করেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদ্য-সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, বর্তমান সিনিয়র সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী ও কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। এসময় নিজনিজ ধর্ম মতে ভাষা-শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এরপর মাহমুদুর রহমান বেণুর নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি।

"বিলেতের গণমাধ্যমে বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা" শীর্ষক বিষয়ে উদয় শঙ্কর দাশ বলেন, সব ভাষাতেই বিবর্তন ঘটে এবং অন্য ভাষার প্রবেশ ঠেকানো কঠিন হয়ে যায়। তবে বাংলা ভাষাকে যদি আমরা আরেকটু বেশি ভালোবাসি তাহলে এতে শুদ্ধচর্চার বিকাশ ঘটবে। এছাড়াও তিনি বাংলা ভাষার শুদ্ধচর্চা নিয়ে কর্মশালার আয়োজনের পরামর্শ দেন।

একই বিষয়ে চ্যানেল এস-এর জ্যেষ্ঠ সংবাদ পাঠক ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত বাংলা ভাষার ভুলভ্রান্তি নিয়ে কথা বলেন। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বহুবচন, শুদ্ধ উচ্চারণ, শব্দ বিকৃতি এসব বিষয় তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

কবি ও সাংবাদিক সারওয়ার-ই আলম তাঁর বক্তব্যে শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বেশি জোর দেন। তিনি বলেন, আমরা ব্যাকরণ ঠিকভাবে চর্চা করি না। বাংলা বর্ণমালা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে এবং দুই-এক মাস যে কেউ অনুশীলন করলে শুদ্ধভাবে বাংলা উচ্চারণে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর একুশের গান রচনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এটিএন বাংলা ইউকের জ্যেষ্ঠ উপস্থাপক উর্মি মাযহার। তিনি আব্দুল গাফফার চৌধুরীর একটি লেখার অংশ পাঠ করে শোনান। এরপর আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে নিয়ে শিল্পী ফজলুল বারির কণ্ঠে একটি গান টিভি স্ক্রিনে বাজিয়ে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও চ্যানেল এস এর জ্যেষ্ঠ সংবাদ পাঠক সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিইকে কমিউনিটিতে বাংলা ভাষা শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর হাতে এই বিশেষ সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। এ সময় সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড তাঁর মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি উৎসর্গ করেন।

বিলেতে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রয়াত কমিউনিটি নেতা তাসাদ্দুক আহমেদ এমবিই স্মরণে একটি অ্যাওয়ার্ড চালু করার আহবান জানান। এছাড়াও দেশে-বিদেশে যাঁরা টেলিভিশনে সংবাদ পাঠ করেন প্রতি বছর তাদের মধ্য থেকে একজনকে একুশে পদক দেওয়ার কথাও তুলে ধরেন সৈয়দ আফসার উদ্দিন।

সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন হিমাংশু গোস্বামী, গৌরী চৌধুরী, শ্রেয়সী দাস, রবি রায়, মোস্তফা কামাল মিলন। নৃত্য পরিবেশন করেন সোনিয়া সুলতানা ও নন্দিনী। কবিতা আবৃত্তি করেন মিছবাহ জামাল, কবি দিলু নাসের, শহীদুল ইসলাম সাগর ও মুনিরা পারভীন। সাংস্কৃতিক পর্বটি পরিচালনা করেন ক্লাবের ইভেন্টস অ্যাণ্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারী রুপি আমিন ও নির্বাহী সদস্য পলি রহমান।

হোয়াইটচ্যাপেলে ফিস্ট

আবুল কালাম, আলী আহমদ, হোয়াইটচ্যাপেল ফিস্ট এন্ড মিস্টির এমডি সিরাজুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম তালুকদার, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, ব্যারিস্টার আবুল কালাম, ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাবেক নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান, সেলিব্রেটি শেফ আতিক রহমান, ব্যারিস্টার কামরুল হাসান, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, বিবিসিসিআইর সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগীর বখত ফারুক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট মনির আহমদ, সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, মোস্তাক বাবুল, আহাদ চৌধুরী বাবুসহ অনেকে।

আপিলেও হারলেন শামীমা

পুত্র সন্তানের জন্মের জন্য যুক্তরাজ্যে ফিরে আসতে দেশটির সরকারের প্রতি আবেদন করেছিলেন শামীমা। ওই সময় 'আইএসআইএস বধূ' হিসেবে বিশ্বব্যাপি পরিচিতি লাভ করেন তিনি।

পরবর্তীতে নিজের বেশ বদলে ফেলেন শামীমা। তিনি ইসলামিক পোশাকের বদলে পশ্চিমা পোশাক পরা শুরু করেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাবিদ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব বাতিল করেন। এর পরের মাসে শামীমা জানান, তার সদ্যভূমিষ্ঠ ছেলে মারা গেছে। তিনি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলোকে জানান, এই ছেলের আগে তার আরও দুটি সন্তান হয়েছিল এবং তারাও মারা গেছে।

যুক্তরাজ্যের আপিল আদালতে এরপর নাগরিকত্ব বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন করেন শামীমা। আজ শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) আপিল আদালত রায় দিয়েছেন, সরকার ওই সময় শামীমার নাগরিকত্ব বাতিল করে অবৈধ কোনো কিছু করেনি। তবে শামীমার আইনজীবীরা দাবি করেছেন, তিনি শিশু পাচারের স্বীকার হয়েছিলেন এবং তার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে আইন বিরোধী কাজ করা হয়েছে। সূত্র: সিএনএন

দেহরক্ষী পেলেন ৩ বৃটিশ নারী

মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রধান ও সংসদীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজপরিবার ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজকীয় ও ভিআইপি নির্বাহী কমিটিকে (রাভেক) এমপিদের প্রতি হুমকি মূল্যায়নে সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের স্পিকার লিন্ডসে হয়েল সম্প্রতি উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিক পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করেন। গত বুধবার গাজায় এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতির দাবিতে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) বিতর্কের সময় লেবার পার্টিকে এই বিষয়ের ওপর ভোটাভুটির প্রস্তাব উত্থাপনে অনুমতি দেন স্পিকার। এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এই পদক্ষেপও এমপিদের নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্পিকার।

স্পিকার হলে সংসদ সদস্যদের বলেন, 'আমি এ সংসদের প্রত্যেক সদস্যকে রক্ষা করব। আমি কখনই এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে চাই না যেখানে কোনো বন্ধুকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ফোন করার পর আমাকে শুনতে হয় যে তিনি সন্ত্রাসীর হাতে খুন হয়েছেন, তিনি যে দলেরই হোন না কেন। আমি এ সংসদের ওপর কোনো আক্রমণ চাই না।'

হয়েল আরও বলেন, 'আমি যে বিষয়গুলো শুনেছি তার বিবরণ অত্যন্ত ভীতিকর। আমি দোষী, কারণ আমার (সহকর্মীদের) নিরাপদে রাখার দায়িত্ব আমার রয়েছে, আমি মানুষকে রক্ষা করার জন্য তা পালন করব। এই নিরাপত্তাই আমাকে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে।'

২০১৬ সালে পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের বার্স্টলে নির্বাচনী এলাকার বৈঠকের পর উগ্র ডানপন্থী থমাস মায়ারের হাতে খুন হন লেবার পার্টির এমপি জো কক্স। কনজারভেটিভ পার্টির এমপি স্যার ডেভিড অ্যামেসকে ২০২১ সালে এসেক্সের লে অন সিতে একটি নির্বাচনী এলাকায় ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়।

২০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ সিলেটের নিচে!

গড়ে তুলতে প্রয়োজনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

সিলেট (গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন)-১০ নম্বর কূপটি পুরো দেশকে জ্বালানি মজুতের ক্ষেত্রে আশাবাদী করে তুলেছে। তবে এ কূপে থাকা তেলের মজুত জানতে আরও দুমাস সময় লাগবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের বড় মজুতপ্রবণ এলাকাখ্যাত সিলেটের এ অঞ্চল এবার নতুনভাবে তেলক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হতে যাচ্ছে। সিলেট গ্যাস ফিলডস লিমিটেডের অধীনে প্রায় সাড়ে ৮ একর জমিতে চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোপ্যাক এ কূপটির খননকাজ শেষ করেছে। যেখানে তিনটি স্তরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও একটি স্তরে মিলেছে জ্বালানি তেলের অস্তিত্ব।

গত ডিসেম্বরে অনুসন্ধানের প্রাথমিক ফল পাবার পর থেকেই এ কূপটি দেশকে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার নতুন আশা দেখাচ্ছে। কূপটিতে যে পরিমাণ জ্বালানি তেল মজুত আছে, সেই তেল এখন উত্তোলনের পথে হাঁটছে সরকার। একই সঙ্গে এ জ্বালানি তেল উত্তোলনে যে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির দরকার পড়বে, সেই পথেও অনেকটা এগিয়েছে জ্বালানি বিভাগ।

খনি প্রকৌশলীদের দেয়া তথ্যমতে- এ কূপটির প্রায় দেড় হাজার মিটার নিচের স্তরে মিলেছে ক্রুড বা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুত। বাকি স্তরগুলোর একেকটিতে মিলেছে প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় আধার। ড্রিল স্টিম টেস্ট বা ডিএসটি চলাকালে কূপটিতে স্বয়ংক্রিয় চাপে ঘণ্টায় ৩৫ ব্যারেল তেলের প্রবাহ নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রাথমিক ধারণা বলছে, এখানে ১৫ থেকে ১৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুত থাকতে পারে এবং গ্যাস মিলতে পারে ৮ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত।

সম্প্রতি এ কূপটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু। এখানে পাওয়া অপরিশোধিত তেলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি জানান, বাণিজ্যিকভাবে এ তেল উত্তোলনে সরকার আরও কিছু পরীক্ষার অপেক্ষায় রয়েছে।

নসরুল হামিদ বিপু বলেন, এখন মূল্যায়ন চলছে। এর পরে জানা যাবে এখানে কী পরিমাণে তেল পাওয়া যাবে এবং কী পরিমাণে তেলের মজুত আছে। আমরা এরই মধ্যে একটি ড্রিল করেছি। এখন আমরা আরেকটি ড্রিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখানের তেল পাওয়ার বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন। কেউ বলছেন, ১১ মিলিয়ন ব্যারেল, আবার কেউ বলছেন ১৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পাওয়া যাবে। কাজেই আমরা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় যেতে চাই। তেলের ক্ষেত্রে এটিই হবে বাংলাদেশের বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর একটি প্রকল্প।

মজুতের সঠিক তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা আছে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দরকার হলে সরকার উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেবে।

তিনি বলেন, আমরা এখানে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। শেভরনের কূপ খননে আমরা দেখেছি যে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে। সুতরাং, এই বিষয়টি আসায় আমাদের এখানে সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি ত্বরান্বিত হয়েছে। আমরা সবকিছু নিয়ে ভালো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।

বিশেষজ্ঞদের মতে- একটি বা দুটি নয়- বরং সিলেট অঞ্চলে বেশ কিছু কূপে একযোগে খনন কার্যক্রম চালালে দ্রুত সুফল মিলবে।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SR SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

প্রেস ক্লাবের একুশের অনুষ্ঠানে মাহমুদুর রহমান বেণু

ঢাকার পর লন্ডনে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়

লণ্ডন, ১ মার্চ ২০২৪ : বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন শুরু হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি দিয়ে। ঢাকার পর (প্রবাসীদের মধ্যে) লন্ডনে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়- যা আর কোনো দেশে হয় না। কথাগুলো বলেছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী মাহমুদুর রহমান বেণু। তিনি গত ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'গৌরবের একুশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।

বিলেতে 'বাংলা সংস্কৃতি চর্চা ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে জনাব মাহমুদুর রহমান বেণু আরো বলেন, আমরা যখন ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা

হোয়াইটচ্যাপেলে ফিস্ট এক্সপ্রেস-এর উদ্বোধন

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেটে ফিস্ট এন্ড মিষ্টি রেস্টুরেন্টের দীর্ঘ ১২ বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার ইস্ট লন্ডন মসজিদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় শাখা 'ফিস্ট এক্সপ্রেস'। ২৮ অক্টোবর বুধবার বাদ জোহর কমিউনিটির বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে 'ফিস্ট এক্সপ্রেস' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল হোসেন খান।

ফিস্ট এক্সপ্রেস-এ দেশীয় স্বাদের বিখ্যাত বোটি কাবাব, ঐতিহ্যবাহী কাচ্চি বিরানী, হালিম, ফোসকা, চটপটি, মাসালা চা, গ্রীল চিকেন, লেম রুস্টসহ মজাদার গ্রিল আইটেম থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সুলতান আহমদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফিস্ট গ্রুপের অনারারী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জুবায়ের, পরিচালক সুলতান আহমদ, ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আপিলেও হারলেন শামীমা বেগম

দেশ ডেস্ক, ০১ মার্চ: জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসআইএসে যোগ দিতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে দেশ ত্যাগ করা ব্রিটিশ তরুণী শামীমা বেগম তার নাগরিকত্ব বাতিলের বিরুদ্ধে করা আপিলে হেরে গেছেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা বেগম ২০১৫ সালে সিরিয়ায় পাড়ি জমান। ওই সময় তিনি তার স্কুলের আরও দুই বান্ধবীর সঙ্গে পালিয়েছিলেন। এরপর সিরিয়ায় গিয়ে আইএসআইএসের এক যোদ্ধাকে বিয়ে করেন তিনি। সিরিয়ার রাক্কাতে থাকতেন শামীমা।

২০১৯ সালে শামীমা বেগমকে সিরিয়ার আল-হল শরণার্থী ক্যাম্পে খুঁজে পাওয়া যায়। ওই সময় নিজের ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা

দেহরক্ষী পেলেন ৩ বৃটিশ নারী এমপি

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে নিরাপত্তার জন্য তিন নারী সংসদ সদস্যকে দেহরক্ষী ও চালকসহ গাড়ি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি কনজারভেটিভ পার্টি ও বিরোধী লেবার পার্টির এমপিদের জীবনের ঝুঁকি সামনে আসায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা হালনাগাদ করা হয়।

সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে ওই তিন সংসদ সদস্যের নাম উল্লেখ না করে বলা হয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও চালকসহ গাড়ি দেওয়া হয়েছে। এক জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মী দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, 'অনেক সংসদ সদস্যই নিরাপত্তার ঝুঁকিতে আতঙ্কিত।'

সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী টম টুগেনধাত স্বরাষ্ট্র ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে কোর্ট অব আপিলের রায়

মালিকানা দাবির মামলায় 'শেফ অনলাইন'র বিজয়

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে গৌরবের সঙ্গে 'শেফ অনলাইন' নামে ব্যবসা পরিচালনা করা 'লে শেফ পিএলসি' দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলা একটি চ্যালেঞ্জিং মামলায় চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করেছে। একই মামলায় রেস্টুরেন্ট খাতের জনপ্রিয় এওয়ার্ডস ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীর 'আনন্দ সন্ধ্যা'

ভালোবাসায় সিক্ত হলেন সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েছ

লন্ডনে প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েছ। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচনে জয় লাভ ও বছরজুড়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সংবাদ কাভার করার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

উড়োজাহাজ থেকে গাজা ভূখণ্ডে ৪ টন সহায়তা সরঞ্জাম ফেলল যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ১ মার্চ : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে উড়োজাহাজ থেকে চিকিৎসা ও সহায়তা সরঞ্জাম ফেলেছে যুক্তরাজ্য। জর্ডানের সঙ্গে চুক্তির পর দেশটির বিমান বাহিনীর ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

তেল উত্তোলনে ব্যবহার হবে 'রোবট'

২০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ সিলেটের নিচে!

সিলেট ডেস্ক, ১ মার্চ: সিলেট অঞ্চলে শীঘ্রই আরও দুটি কূপ খনন করবে জ্বালানি বিভাগ। এর একটি তেল এবং অন্যটি গ্যাসের। সংশ্লিষ্টরা বলছেন- তেল ও গ্যাসের মোট হিসেবে অন্তত ১৮ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার উত্তোলনযোগ্য সম্পদ রয়েছে সিলেটের মাটির নিচে। আর সিলেটের এই সম্পদের উপর ভিত্তি করেই বাণিজ্যিকভাবে জ্বালানি তেল উত্তোলনের পথে পা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ।

এদিকে, সিলেট অঞ্চলে কার্যকর তেলক্ষেত্র ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk